সোহ্‌রাব ও রোস্তম।

(মহাকবি ম্যাথু আর্ণল্ড-কৃত)

অনুবাদক—

শ্রীশরচ্চন্দ্রপাল বি. এ,

সংস্কৃতাধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ,

ময়মনসিংহ।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২৫।

মূল্য ।৵০ মাত্র।
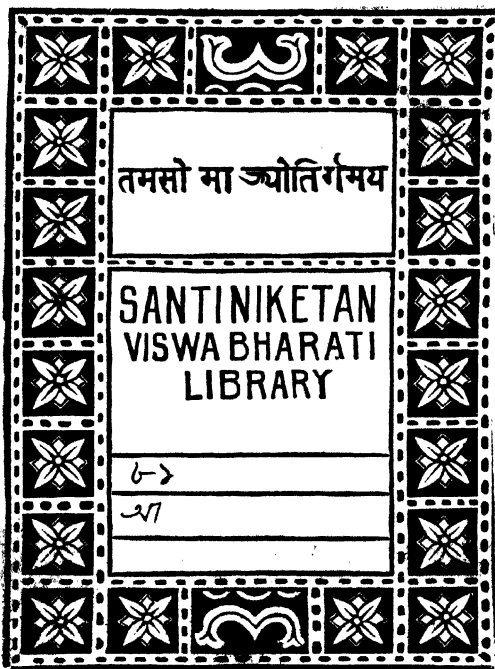
প্রস্তাবনা।

'সোহ্‌রাব ও রোস্তমের' মূল ইতিবৃত্ত মহাকবি ফের্‌-দৌসীর 'শাহনামা' নামক প্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য হইতে গৃহীত।

গ্রীশের হার্‌কিউলিস্‌ কিম্বা ভারতের ভীমের ন্যায়, পারস্যের রোস্তমের অদ্ভুত বীরকর্ম্ম ও যুদ্ধযাত্রা অবলম্বনে অনেক ঔপন্যাসিক গল্প রচিত হইয়াছে। কথিত আছে, একদা তিনি যুদ্ধ-যাত্রায় বহির্গত হইয়া, তাঁহার নিরুদ্দেশ অশ্বের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, আজার্‌বাজন্‌ প্রদেশের রাজধানী সেমিঙ্গানে উপস্থিত হন। ঐ স্থানের বৃদ্ধরাজ—পারস্য-শত্রু তাতার-বাদশাহ্‌ আফাসিয়াবের মিত্ররাজ—তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন, এবং স্বীয় সুন্দরী কন্যা তামিনার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সেই বিবাহের ফলে, তামিনার একমাত্র পুত্র সোহ্‌রাবের জন্ম হয়। উঁহার জন্মের কিয়দ্দিন পরেই তামিনা, পাছে রোস্তম শিশু-টিকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য লইয়া যান, এই ভয়ে, তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠান যে তিনি এক কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রোস্তম তদবধি তাঁহার সন্তান-সম্বন্ধে কোনও সংবাদ রাখেন নাই।

কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি, রূপ ও বুদ্ধিতে সোহ্‌রাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাতার যুবকগণের অগ্রণী হইয়া উঠেন, এবং অচিরেই প্রসিদ্ধ বীর বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ ও তাঁহার পিতাকেই স্বীয় কর্ম্মজীবনের আদর্শচরিত্র-রূপে গ্রহণ করেন। তিনি বহুদিন হইতেই এই আশা করিতেছিলেন যে, একদিন তিনি কোনও ভীষণ সমরে বীরত্বের যোগ্যতায় পিতার নিকট পরিচিত এবং তৎকর্তৃক সাদরে যোগ্যপুত্র-রূপে গৃহীত হইবেন। শৈশবে যখন তিনি মাতার মুখে রোস্তমের বিস্ময়কর বীরত্বকাহিনী শুনিতেন, তখন হইতেই তিনি এইরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। সেই আশা-পূরণের সুযোগ উপস্থিত। তাঁহার মাতামহ ও তাতার-বাদশাহ আফ্রাসিয়াব পারস্য আক্রমণে ইচ্ছুক হইয়া তেজস্বী যুবক সোহরাবকেই, পারস্যের রক্ষক মহাবীর রোস্তমের যোগ্য প্রতি-দ্বন্দ্বী বিবেচনায়, সৈনাপত্যে নিয়োজিত করিলেন। সোহ্‌রা-বও চির আকাঙ্ক্ষিত পিতৃ-সাক্ষাৎকার-বাসনা পরিতৃপ্তির ইহাই প্রশস্ত সুযোগ মনে করিয়া পারস্যের আক্রমণেচ্ছায় বহুসৈন্য সহ জৈহুন নদতীরে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। এই স্থানেই আমাদি-গের 'সোহ্‌রাব ও রোস্তম' কাব্যের প্রারম্ভ—শিবিরে তাতার-সৈন্য নিদ্রিত; অতি প্রত্যূষে সোহ্‌রাব নিস্তব্ধ তাতার-শিবিরের মধ্য দিয়া তাতারের বৃদ্ধ সেনাপতি পেরাণ-বীজার অনতিদূরস্থ শৈলতট-পট্টাবাসের অভিমুখে চলিতেছেন।

গুণ ও বস্তু। মানব-চিত্তের মুখ্য ও সর্ব্বসাধারণ কোমল বৃত্তির উদ্দীপক, কবি ম্যাথু আর্ণল্ডের 'সোহরাব ও রোস্তম' কাব্য আমাদিগের চির আদরের বস্তু, কারণ 'আদর্শপুত্র চরিত্র-প্রদর্শন' এবং উপসংহারে 'মানবজীবনের রহস্যোদ্‌ঘাটন' ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কবি সেই উদ্দেশ্যের সফলতা-সাধন মানসে—পরস্পর অপরিচিত পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাক্ষাৎকার, পুত্রের সৌজন্য ও উদারতা, পিতার জয়লাভ, আহত ও মুমূর্ষু পুত্রের সহিত পিতার পরিচয়, বিজিতের ঈশ্বর নির্ভরতা এবং বীরোচিত আত্মপ্রসাদ ও হাস্যের সহিত মানবলীলার সম্বরণ, এবং বিজেতার নৈরাশ্য ও বিষাদে মৃতপুত্রের পার্শ্বে উপবেশন—এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

সোহরাব। যুদ্ধযশ ও পিতৃদর্শনের অভিলাষী ভাব-প্রধান সোহরাব পিতার যোগ্য-পুত্র হইবেন এবং তৎকর্ত্তৃক কোন ভীষণ যুদ্ধে যোগ্যপুত্র-রূপে গৃহীত হইবেন, এই উচ্চ আশায়, জীবনের প্রথম বিকাশেই মহান্ উৎসাহ ও আত্মগরিমায় তদানীন্তন সুবিখ্যাত বীরগণকে নগণ্য-জ্ঞানে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া, নিত্য জয়জনিত যশোগৌরবে গৌরবান্বিত, নবোৎসাহে উৎসাহিত, এবং স্বকীয় সৈন্যগণের আশা, প্রীতি ও গৌরবের পাত্র হইয়া, অসংখ্য বিপৎ-সঙ্কুল সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিনে—যখন পারস্য ও তাতার সৈন্য যুদ্ধার্থ

পরস্পর সম্মুখীন, তখনও—তিনি তাঁহার চিরন্তন রীতানুসারে, পারস্যের অদ্বিতীয় রক্ষক সুমহান্ রোস্তমের সাক্ষাৎকারে অভীষ্ট সিদ্ধির আশায়, শ্রেষ্ঠ পারস্য বীরগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। রোস্তমও সম্মুখে উপস্থিত। শৈশব হইতে মাতার নিকট পিতার আকৃতি ও বীরত্বের কথা শুনিয়া স্বীয় মানস-মন্দিরে যে মূর্ত্তিখানি গড়াইয়া এতদিন পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই মূর্ত্তি অদ্য তাঁহার সম্মুখে বিভাসিত। দর্শনমাত্র আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে আত্ম-হারা হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন, এবং সনির্ব্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বলুন, আপনি রোস্তম কি না?' কিন্তু দৈব প্রতিকূল, প্রকৃত উত্তর পাইলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভে একবার রোস্তম গদাপ্রয়োগ-কালে স্বীয় বেগ সম্ব-রণ করিতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হন, সেই সময়ে সোহ্‌রাব তাঁহাকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। বিপন্ন শত্রুর প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়া-প্রদর্শনই ইহার প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণ, অপ্রতিম পিতৃভক্তি,—যাঁহার মূর্ত্তিতে তিনি একবার পিতৃমূর্ত্তির আভাস দর্শন করিয়াছেন, শত্রু-জ্ঞানেও তাঁহার উপর অস্ত্রাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন, এবং প্রশান্তচিত্তে শিষ্টাচারে তাঁহাকে পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রোস্তমের ঔদ্ধত্য ও জয়-লিপ্সা অতীব প্রবল, তিনি সে অনুরোধ শুনিলেন না। পুনরায়

দ্ব আরম্ভ হইল। দীর্ঘসময়-ব্যাপী সেই ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ-প্রয়াস রোস্তম, সহসা 'রোস্তম' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। স্বীয় সাধনার মন্ত্রভূত সেই ঐন্দ্রজালিক 'রোস্তম' শব্দে সোহ্-রাব বিস্মিত, স্তম্ভিত ও নিরস্ত্র হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-বর্ষা তাঁহার দেহপার্শ্ব বিদ্ধ করিল! হায়, দৈবচক্রে জগতের একটি সুন্দর, তেজস্বী দেহ ও আত্মা কক্ষচ্যুত উল্কা-জ্যোতির ন্যায় দিক্ বিভাসিত করিয়া ধূলায় পতিত হইল।

মাতৃভক্ত সোহ্‌রাব, পুত্র-প্রাণা অশরণা মাতার অবস্থা ও পিতৃ-দর্শনাভাবে স্বীয় অপূর্ণ-জীবনের ব্যর্থতা চিন্তা করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই পিতার সহিত পরিচয় হইলে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে তিনি তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত পিতৃসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এই জ্ঞানে অতীব আনন্দিত হইলেন, এবং জগতে বীরাগ্রগণ্য মহান্ রোস্তমের পুত্র বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। মহাচেতা সোহ্‌রাব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়াও, পিতৃহস্তে প্রিয় সৈন্যগণের বধ আশঙ্কা করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পিতাকে অনুরোধ করিতেছেন—

"ব'ধনা এসব জীবে; কি ক'রেছে তারা?
অনুগামী তা'রা মম—তা'রা অনুগামী
মম আশা, মম কীর্ত্তি, মম তারকার।"

শান্তমূর্ত্তি কোমল-হৃদয় সোহ্‌রাব ধীর, শান্ত, বিনম্র-মধুর

সান্ত্বনা-বাক্যে,—ঈশ্বরের 'অদৃষ্ট'-হস্তে মানবের কর্ম্মসূত্র ও ভবিতব্যতা নিয়ন্ত্রিত এই অধ্যাত্ম-তত্ত্বে—পিতাকে দুর্ণিবার পুত্রশোক নিরুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছেন—

"পিতঃ, ওগো ক্ষান্ত হও, অদ্য আমি শুধু
করি যে সাক্ষাৎ সেই অদৃষ্টের লিপি,
লিখিত স্বরগে যাহা জন্মদিনে মোর।"

আত্মত্যাগী পুত্র-তপস্বীর 'পিতা ধ্যানং, পিতা জ্ঞানং, পিতা হি পরমং তপঃ' ইহাই যেন মূলমন্ত্র। ঘনীভূত মৃত্যুচ্ছায়ার অন্তরালে, বিষণ্ণ পিতৃমুখপানে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বীর-হৃদয় সোহ্‌রাবের সেই প্রসাদ-হাসি, এবং বিষণ্ণ পিতৃমুখ-পানে জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, পিতৃভক্ত সোহ্‌রাবের সেই স্থির চাহনি, তাঁহার সেই ব্যক্তিত্ব ও ভাব, অতীব করুণ ও শোককর অথচ শান্ত ও সুন্দর! এই চরিত্র-চিত্র জগতে অতুলনীয়—পিতৃপ্রেম ও পিতৃভক্তির পবিত্র যজ্ঞবেদিকায় পুত্ররূপী পূত আত্মা যেন উৎসর্গীভূত।

রোস্তম। মরুক্ষেত্রে অদ্বিতীয় দুর্গের ন্যায়, অথবা জেমশিদ বাদশাহের ভগ্ন প্রাসাদের কৃষ্ণপ্রস্তরময় উত্তুঙ্গ স্তম্ভের ন্যায় বিশালদেহ রোস্তম, সমর-শোণিত-ময় জীবনের বিভীষিকা-মূর্ত্তি—রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রোস্তমের যে মূর্ত্তি, দারুণ পুত্রশোকগ্রস্ত রোস্তমেরও সেই মূর্ত্তি—

"জ্ঞান, পলায় সকলে
রোস্তমের মুখপানে দৃষ্টিপাত ক'রে ?
... ...

"জীবন আসিল ফিরি, মেলিল নয়ন,
সরিয়া দাঁড়া'ল দূরে সভয়ে সৈনিক।
... ...

ভীতি নিপতিত তদা সৈন্যদ্বয়-মাঝে
যখন হেরিল তারা রোস্তমের শোক।"

তাঁহার বাহ্যতঃ এই রৌদ্র মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যে কোমলবৃত্তি ছিল না তাহা নহে, পাঠক দেখিতে পাইবেন পুত্রশোকে অভিভূত রোস্তম কি উচ্চে রোদন করিতেছেন—শোকভারে তাঁহার বজ্রদেহ কিরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আজীবন রক্তময় রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ-হেতু, অনবরত স্বহস্তে শত্রু-সঙ্ঘের বধসাধন-হেতু, অভ্যাসবশতঃ তিনি এত ভীষণ, এত উদ্ধত, এত নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন। সোহ্‌রাবে আমরা যে সর্ব্বজনীন উদারতা ও সৌজন্য দেখিতে পাই, রোস্তমে তাহা ছিলনা—তাঁহার হৃদয় দিন দিনই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সোহ্‌রাব ভাবরাজ্যে অবস্থান করিয়া ভাবের সামঞ্জস্যে কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু রোস্তম কর্ম্মরাজ্যে আত্মকর্ম্মই কেবল ভালবাসিতেন, ভাব তাঁহাতে স্থান পাইতনা। এইরূপে রোস্তম স্বার্থের অন্বেষণে আত্মগোপনেও

কুণ্ঠিত হইতেন না, প্রয়োজন হইলে কৃতঘ্নতা প্রকাশেও বিচলিত হইতেন না। জগতে অদ্বিতীয় বীর হইয়াও, তাদৃক হৃদয়াভাবে, তিনি লোক-সমাজে নিন্দা-ভাজন হইয়াছেন। সোহ্‌রাবের প্রথম দর্শনে রোস্তমের যে স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ ভাব, নবযৌবনের প্রীতি ও প্রণয়ের স্মরণে তাঁহার যে উচ্ছ্বাস, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার যে সরল, নবীন, আনন্দময় জীবনের দিকে সস্পৃহ দৃষ্টিপাত, এসকল তাঁহার প্রথম জীবনের কোমলতা ও সহৃদয়তা, এবং 'শোণিত-জীবনের' বীতস্পৃহতা সূচনা করিলেও তাঁহার চিত্তের সাময়িক বিকার ও উত্তেজনা মাত্র। বস্তুতঃ তিনি যে স্বার্থের তাড়নায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, অতীব উগ্র, অশিষ্ট ও ভীষণ হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাব্যের উপসংহার। সোহ্‌রাব চির-নিদ্রায় নিদ্রিত; বিষন্ন পিতা সমীপে উপবিষ্ট। পিতা-পুত্রের এই চিত্রটি অতীব মর্ম্মস্পর্শী, সেই জন্য কবি, ভক্তি ও বিস্ময়ে তাঁহাদিগকে নৈশ কুহেলীর অন্ধকারে পরিত্যাগ করিয়া, উপসংহারে মানব-জীবনের রহস্যোদ্‌ঘাটনে, পাঠকের ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ চিত্তকে কতকটা শান্ত ও আশ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন,—

ললিত লাবণ্যময়, তেজস্বী গরিমময় চন্দ্রসূর্য-কান্তি সোহ্‌রাব জীবনাকাশের পূর্ব্বার্দ্ধেই অস্তমিত। হায় মানব, তোমার কি এই পরিণতি? বুদ্বুদের ন্যায় উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই কি বিলয়?

তোমার জীবনের কি কোনও লক্ষ্য নাই, কিম্বা থাকিলেও সেই লক্ষ্যলাভের কোনও উপায় নাই? মৃত্যুই কি মহাপ্রলয়? তবে এই ক্ষণিক জীবনের এত আনন্দ, উৎসব, উদ্যোগ ও কঠোরতা কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে কবি একটি প্রাকৃতিক চিত্র আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন. সেই চিত্রই আমাদিগকে কহিতেছে:—হে মানব, হতাশ হইও না, সংসারের এই প্রহেলিকা-ময় প্রপঞ্চ দেখিয়া ভীত বা বিস্মিত হইও না, নিত্য নিত্য এমন কত চিত্র আসিবে ও যাইবে, মুহ্যমান হইও না। মৃত্যু তোমার মহাপ্রলয় নয়, জীবনের দশান্তর মাত্র। প্রকৃতির অনুসরণ কর, প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিবে। প্রকৃতি হইতে তুমিত স্বতন্ত্র নও। উহার অন্তরঙ্গ অক্ষনদের যে ধ্রুবজ্যোতি লক্ষ্য, তোমারও তাহাই লক্ষ্য। অক্ষনদের ন্যায় তোমারও জীবন-প্রবাহ সেই লক্ষ্যলাভের জন্য স্বতঃ প্রণোদিত, এবং অমিত তেজ, মহা আনন্দ ও অটুট উৎসাহে প্রবাহিত,

"কিন্তু সে উদার নদ চলিল বহিয়া,
নিম্নভূমি-কোলাহল-কুহেলী-বাহিরে,

... ...

মহানন্দে হেসে হেসে লাগিল চলিতে,
লক্ষ্য করি ধ্রুবজ্যোতিঃ, অর্‌গঞ্জ-পারে,
পূর্ণকূল, সমুজ্জ্বল, অতি পরিসর।"

কিন্তু সংসারপথ তত সরল নয়, তোমার ইচ্ছানুরূপ ক্রম-নিম্ন অবন্ধুর নয়, সিকতারাশির ন্যায় কত বাধা-বিপত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান, সুতরাং সেই পবাহ ক্রমে বিশীর্ণ ও বিভক্ত,

"পশ্চাৎ সিকতা-রাশি লাগিল রোধিতে
জলগতি, স্রোতে সেতু করিল বন্ধন ;
... ...
বিশীর্ণ বিভক্ত অঙ্গ চলি গেল মৃদু।"

পশ্চাৎ মৃত্যুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, মনে হয় এই বুঝি জীবন-প্রবাহের চিরবিলয়। কিন্তু তাহা নহে, অবিনাশী আত্মা অলক্ষ্যে বহিয়া যায়—কখনও তিরোহিত, . কখনও ক্ষীণ উৎসের ন্যায় আবির্ভূত।—

"সিকতা-ভিতর পশি কভু স্রুত-ধার,
কভু তৃণ-বিজড়িত দ্বীপবক্ষঃ দিয়া।"

এইরূপে সে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, অনবরত ক্লান্তি ও পরিশ্রমে লুপ্তশক্তি হইয়া যায়। তখন তার বাল্যের সেই জ্যোতি, সেই তেজ, সেই সরল গতি কিছুই থাকেনা।—

"অঙ্কনদ ভুলি তার সেই দীপ্তবেগ—
স্খলিত কুটিলগতি এবে পর্যাটক।"

তথাপি সে চরমলক্ষ্যে সতত জাগরূক। অবশেষে

এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের, মহাতপস্যার, ফলস্বরূপ কৃপাসিন্ধুর কৃপাবারি-তরঙ্গের মধুর তান তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। তখন সে ভীষণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই 'মহাসাগরের গান' লক্ষ্য করিয়া নবোৎসাহে চলিতে থাকে এবং অচিরেই মহাজ্যোতির আধার, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর, শান্তি-নিকেতন, মহানন্দ-নিলয় চিরন্তন পুরুষের সাক্ষাৎকারে আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করে।—

"অবশেষে দূর হ'তে পশিল শ্রবণে
চির আকাঙ্ক্ষিত তার কল্লোলের তান ;
ভাতিল সম্মুখে দীপ্ত জল-নিকেতন,
উদার উজ্জ্বল শান্ত,—তল হ'তে যার
সদ্যঃস্নাত তারারাজি হয়ে সমুদিত,
আরাল সাগর'পরে হ'ল বিভাসিত।"

কবি ম্যাথু আর্ণল্ডের "সোহরাব ও রোস্তম" কাব্য অতীব মনোজ্ঞ বোধ হওয়ায়, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে আমি ইহার অনুবাদ করি। এই অনুবাদ প্রকাশ বা প্রচার করিবার আমার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং 'প্রয়োজনম্ অনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' এই আশঙ্কার প্রত্যুত্তরে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, কিন্তু প্রচার আমার প্রয়োজন নহে,— সুরলয়-বিহীন অ-গায়কের 'আপন মনে গানের যে

প্রয়োজন, ছন্দো-গন্ধহীন মাদৃশ অ-কবির এবম্বিধ অনুবাদেরও সেই প্রয়োজন। তথাপি উপরোধ জিনিষটা বড়ই বিষম, সহজে পরিহার করা যায় না। কয়েকজন বন্ধুর সেই উপরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই অনুবাদ প্রকাশিত করিলাম। ভরসা এই, অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমার অনুবাদটি, কবি আর্ণল্ডের সম্পূর্ণ বিকসিত "সোহরাব ও রোস্তম" চিত্রের অধিষ্ঠান-রূপে ('পৃষ্ঠভূমি' রূপে), সহৃদয় পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে।

আনন্দমোহন কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, এম্, এ., পি. এইচ্. ডি. মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত্নসহকারে মুলকাব্যের সহিত এই অনুবাদ আদ্যোপান্ত মিলাইয়া, স্থানে স্থানে যাহাতে কবি আর্ণল্ডের ভাব ও শব্দসামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে সেই বিষয়ে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

আনন্দমোহন কলেজ,
১২ই চৈত্র, ১৩২৪ সন।

গ্রন্থকার।

সোহ্‌রাব ও রোস্তম।

তখন উষার সদ্যঃ ধূসর সুষমা
পূরিল পূরব দিক্; উদিল কুহেলী
অক্ষ-নদ* হ'তে; স্তব্ধ কিন্তু নদতটে
তাতার-শিবির সব, সৈনিক-নিকায়
নিদ্রায় মগন তবু; সো'রাব একাকী,
নহে সে নিদ্রিত; সারারাতি জাগরিত
শয্যা'পরে পর্য্যাকুল আছিল শয়ান;
পশিল যেমনি কিন্তু পট্টাবাসে তার
নিভৃতে ধূসর উষা, উঠিল অমনি,
পরিধানি' পরিচ্ছদ, করিল বন্ধন
তরবারি কটিতটে; ফেলি গাত্র'পরে
অশ্বারোহি-বহির্ব্বাস, ত্যজিল আবাস;
চলিল প্রবেশি' সিক্ত শীতল কুহেলী

---

*আমুদরিয়া বা জৈহুন নদ।

অস্পষ্ট শিবির-পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
পট্টনিকেতন-পানে পেরাণ-বীজার §
চলিল সে মধ্যদিয়া, চতুঃপার্শ্বে তার
তাতারের সমুদায় কৃষ্ণ পট্টাগার
রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মধুচক্র-প্রায়
অক্ষের আনত সম সিকতা-পুলিনে,—
যে স্থান প্লাবিত হয় নিদাঘ-প্লাবনে
যখন করয়ে ভানু প্রখর কিরণে
বিগলিত হিমরাশি উন্নত পামীরে :
চলিল সে অতিক্রমি কৃষ্ণ পট্টাগার
আনত সৈকত বাহি', উত্তরিল এক
হ্রস্ব-শৈল-সন্নিধানে, কিঞ্চিৎ পশ্চাতে
নদতট হ'তে, অতি ক্ষুদ্র সেই স্থলী,
তরী সব গ্রীষ্মকালে নদ অতিক্রমি
প্রথমে কূলেতে যেথা করয়ে ঘর্ষণ।
শীর্ষ তার বিমণ্ডিত মৃন্ময় দুর্গেতে
ক'রেছিল কোন জাতি আদিম-নিবাসী ;
নিপতিত কিন্তু তাহা ; সম্প্রতি তথায়

---

§ তাতারের বাদশাহ আফ্রাসিয়াবের উজীর। তাতারবাসীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বাগ্মী ও বিচক্ষণ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল।

র’চেছে তাতারবাসী পেরাণ-বীজার
পট্টাগার—দারুগৃহ নেমদা † মণ্ডিত।
আইল সো’রাব তথা, ভিতরে প্রবেশি’
দাঁড়াইল গালিচার স্থূল আস্তরণে ;
কম্বল-‘নেমদা’বস্ত্র-রচিত শয়নে
দেখিল নিদ্রিত বৃদ্ধ, আর অস্ত্ররাজি
রহিয়াছে সন্নিধানে। পদশব্দ তার
শুনিল পেরাণ-বীজা মৃদুল যদ্যপি ;
ঘুম তার অতি লঘু, স্থবিরের ঘুম ;
কহিল উঠিয়া ত্বরা এক বাহু’পরে :—
‘কে তুমি ? এখনো নহে সুস্পষ্ট প্রভাত,
কহ ! আছে কি বারতা, কিম্বা নিশাকালে
শত্রুগতি বিপদের ক’রেছে সূচনা ?’
কহিল সো’রাব কিন্তু শয্যাপাশে আসি :—
জানহ পেরাণ-বীজা তুমিত আমারে :
এ যে আমি ! নহে রবি এখনো উদিত,
নিদ্রিত অরাতিকুল ; আমি অনিদ্রিত ;
সারারাতি পর্য্যাকুল শয়ান জাগ্রত,
আইলাম এইমাত্র তব সন্নিধানে।

---

† পশমবস্ত্রবিশেষ।

যেহেতু তাতারসৈন্য-যাত্রার প্রাক্কালে,
মোর প্রতি বাদশাহ আফ্রাসিয়াবের †
এরূপ সমর্‌কণ্ডে ‡ আছিল আদেশ,
করি অন্বেষণ যেন তব উপদেশ,
আর যেন মানি তোমা' তব পুত্রবৎ ;
কহিব তোমারে আমি কি চায় অন্তর।
জান তুমি—যবে আমি আসিয়া প্রথমে
আজার্‌বাজন্‌ § হ'তে তাতারীর মাঝে
ধরিলাম অস্ত্ররাজি, সেই দিন হ'তে
ক'রেছি সম্যক সেবা আফ্রাসিয়াবের,
দেখায়েছি বাল্যকালে পুরুষ-বিক্রম।
ইহাও জানিহ তুমি, যবে বহি' যাই
দেশে দেশে তাতারের বিজয়-নিশান
প্রতিযুদ্ধে পারসীকে করি' পরাঙ্মুখ,
খুঁজি আমি একজনে, একমাত্র এক,

---

† তাতারের বাদশাহ।

‡ তাতারের তদানীন্তন রাজধানী।

§ সোহ্‌রাবের জন্মভূমি, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। তাতার-জাতির এক সম্প্রদায় এখানে বাস করিত। সোহ্‌রাবের মাতা এই প্রদেশের রাজনন্দিনী।

রোস্তম জনক মম ; সে যে সম্ভাষিবে,
আশা ছিল, এক দিন পুত্রে সম্ভাষিবে,
সুবিক্রান্ত কোন এক সমর-প্রাঙ্গণে,
জানিবে অযোগ্য নহি, নহি যশোহীন।
এইরূপ কত আশা কত দিন হায়
করিয়াছি, কিন্তু তারে নাহি পাই কভু।
এখন শুনগো তবে, করহ প্রদান
আমার অভীষ্ট যাহা চাহিতেছি আমি।
উভয় বাহিনী অদ্য লভুক বিরাম :
আমি কিন্তু আহ্বানিব সাহসি-প্রধান
পারসীক মুখ্যজনে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেই
সাক্ষাৎ করিবে মোরে : হই যদি জয়ী,
অবশ্য রোস্তম তাহা পাইবে শুনিতে,
মরি যদি—শুন বৃদ্ধ ! মৃত, নাহি চায়
কোন জনে, নাহি করে 'মম'-অভিমান ;
সার্ব্বজন সমরের অস্পষ্ট ভারতী,*
সৈন্যে সৈন্য মিশে, কত নাম ডুবে যায় :

* সার্ব্বজন সমর—যে যুদ্ধে সৈন্যগণ সকলেই একত্র প্রবৃত্ত। এই যুদ্ধে ব্যক্তি-বিশেষের যশ বিশেষভাবে প্রচারিত হয় না—সাহসী বা ভীরু, অকর্ম্মা বা ভীমকর্ম্মা সকলেই সমভাবে যশের ভাগী হইয়া থাকে।

কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে যশ স্পষ্ট কথা কয়!
এতেক কহিল বীর; পেরাণবীজাও
ল'য়ে নিজ কর-মাঝে যুবকের কর,
তাজি' এক দীর্ঘশ্বাস কহিল তখন :—
সো'রাব! অশান্তিময় হৃদয় তোমার!
তাতার-সেনানী-মাঝে পারনা তিষ্ঠিতে?
মোদের সহিত কিহে চাওনা ভুঞ্জিতে
সংগ্রামের সাধারণ শুভ বা অশুভ?
মোরা ভালবাসি তোমা। সঙ্কল্প তোমার
চিরদিন একাকীই হইয়ে অগ্রণী
পশিবে কলহে ভুঞ্জি আপদ একাকী,
পিতার সন্ধানে, যারে দেখ নাই কভু?
বরঞ্চ হইত ভাল, যদ্যপি থাকিতে,
পুত্র মোর! একসঙ্গে ভাগ্যে তুষ্ট হয়ে,
মোদের শিবির-মাঝে আহবের কালে,
আবার বিরামে আফ্রাসিয়াব-নগরে।
কিন্তু যদি এই এক বাসনা বস্তুতঃ
বর্ত্তমান সর্ব্বোপরি, রোস্তম-সন্ধানে,—
না কর সন্ধান তারে আহবের দ্বারে:
অন্বেষ শান্তিতে, তার তুলে দেও ভুজে,

সোহ্‌রাব! তুলে দেও অক্ষত সম্মানে!
হেথা হ'তে বহুদূরে কর অন্বেষণ,
নাহি সে হেথায়। এবে তেমন ত নাই
আছিল যেমন, যবে ছিলাম যুবক,
দাঁড়া'ত রোস্তম যবে প্রতি-বিসম্বাদে
অগ্রভাগে: কিন্তু এবে স্বতন্ত্র আছয়ে,
তাহার জনক বৃদ্ধ 'যালের'* সঙ্গেতে
গৃহে বসি 'সিইস্তানে'‡। বুঝি অবশেষে,
করিতেছে অনুভব মহাশক্তি তার
বার্দ্ধক্যের বীভৎস অভিগম হায়;
কিম্বা পার্সীরাজ-সহ হয়েছে কলহ।
যাও সেথা:—যাইবে না? তবু হিয়া মোর
আশঙ্কিছে—এই ক্ষেত্রে রহিয়াছে যেন
বিপদ অথবা মৃত্যু তব প্রতীক্ষায়।
অবশ্য হইব হৃষ্ট, শুনিব যখন

---

*যাল রোস্তমের পিতা; পারস্য-সম্রাট মেনুচেহ্‌রের প্রধান মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে ইনি পারস্যের সেনাপতি ছিলেন, পরে সীস্তানের শাসনভার প্রাপ্ত হন। জন্মকালে ইঁহার মস্তক পক্ককেশে মণ্ডিত ছিল, সুতরাং ইঁহার পিতা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ইঁহাকে পাহাড়ের মধ্যে পরিত্যাগ করেন। পরে এক সপক্ষ দানব দয়াপরবশ হইয়া ইঁহাকে প্রতিপালন করে।

‡ আফগনিস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

নিরাপদ নিরাময় রহিয়াছ তুমি,
যত্তপি বঞ্চিত হব তোমা হেন জনে :
সেহেতু সানন্দে আমি পাঠাই তোমারে
হেথা হ'তে, অন্বেষিতে জনকে শান্তিতে,
নাহি বৃথা অন্বেষিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধচয়ে :—
কে পারে রোধিতে কিন্তু মৃগয়া হইতে
সিংহশিশু ? কে শাসিবে রোস্তম-সন্তানে ?
যাও : দিব আমি তব অন্তরে যা চায়।'

এত কহি তেয়াগিল সো'রাবের কর,
ত্যজিল শয়ন, উষ্ণ কম্বল-নিচয়,—
শয়ান আছিল যেথা। আচ্ছাদি' লোমজ
অঙ্গরাখা হিম অঙ্গে, বাঁধিয়া পাদুকা
পদে, শুভ্র বহির্বাস আবরি' সর্ব্বতঃ,
অসি-বিনিময়ে ধরি দক্ষিণ করেতে
রাজদণ্ড ; পরি শিরে মেষচর্ম্ম-তাজ—
মসৃণ কুটিল কৃষ্ণ ক্যারাকুল*-লোম ;—
প্রাবার-জবনী তুলি', ডাকি অগ্রদূতে
সঙ্গে লয়ে বাহিরিল পেরাণ তখন।

* বোখারার দক্ষিণপশ্চিমস্থ জেলাবিশেষ। এই স্থানের মেষলোম সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট ছিল।

তখন উদিত রবি, নাহিক কুহেলী
উদার অক্ষেতে আর উজল সৈকতে :
তাতারের অশ্বারোহী, নিবেশ-বাহিরে,
বীথিবদ্ধ মুক্তক্ষেত্রে, হ্যামান্‌-আদেশে,
হ্যামান,— সেনার নেতা পেরাণের পরে ‡ —
তখন তেজস্বী পূর্ণযৌবন-বিভবে।
অগণিত দীর্ঘশ্রেণী তুরঙ্গম-রাজি
কৃষ্ণ পট্টাগার হ'তে হ'ল প্রবাহিত,
যথা কোন হেমন্তের ধূসর প্রভাতে,
গমন-পর্য্যায়ে ব্যাপি' অতিদূর ভূমি,
সারি-সারি দীর্ঘকণ্ঠ সারস-নিবহ,
আবরি' বহিয়া যায় কজ্‌বিন্‌ প্রদেশ,
আর আল্‌বোর্জগিরি-ভিত্তি দক্ষিণের,
আরালের শাখা, কিম্বা, কাস্‌পীয়ানীয়
হিমময় কোন এক শরবন, হ'তে,
দক্ষিণের যাত্রিরূপে, উষ্ণতীর-হেতু
পারস্য অব্ধির : তারা তথা প্রবাহিত।
অক্ষনদ-তীরবাসী তাতার-সৈনিক—

---

‡ পেরাণ—প্রধান সেনাপতি। হ্যামান—দ্বিতীয় সেনাপতি।

রাজরক্ষিগণ, অগ্রে শোভিত উষ্ণীষে
কৃষ্ণমেষ-চর্ম্মময়, দীর্ঘবর্ষাধারী ;
বিশাল পুরুষ আর বিশাল ঘোটক ;
খীবা ও বোখারা হ'তে যারা সমাগত,
ঘোটকীর দুগ্ধ যারা করয়ে 'সন্ধান'। +
পরেতে অপেক্ষাকৃত মধ্যমগঠন,
দক্ষিণের তুর্কমান্, তুকা ও তোমরী ‡
স্ত্যালোরের, আর যত যোধ উপনীত
আত্রাক্ ও কাস্পিয়ান্-সৈকত হইতে ;
লঘু ভট লঘু অশ্বে, পান করে শুধু
উষ্ট্রের কষায় দুগ্ধ আর কূপোদক।
তৎপরে পর্য্যটক অশ্বারোহি-ব্যূহ,
আগত সুদূর হ'তে করি অঙ্গীকার
রাজসেবা, কিন্তু তাহা সন্দেহজনক। *
শীর্দরিয়া-তীরবাসী ফার্গান্-তাতারী,
অল্পশ্মশ্রু, ঘনলগ্ন শিরোপরে 'টুপ' ;
কিপ্‌চক্-উত্তরমেরু-বন্য-যাযাবর—

+ মাতাইয়ে তোলে, মাদক দধিতে পরিণত করে। সন্ধান করা—সাঁজা দেওয়া। ‡ তোমরধারী, বর্ষাধারী।
* ইহারা অর্থদ্বারা আনীত, সুতরাং ইহাদিগের রাজভক্তি দৃঢ় না হইতেও পারে।

কালমুক্‌গণ আর অসভ্য কাযাক্‌ ;
মেরুর উপান্তচারী সর্ব্ব সম্প্রদায়,
কির্গিজি ভ্রমণশীল, পামীর-পাহাড়ী,
লোমশ বামন অশ্বে সমারূঢ় যারা।
এরা ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ শিবির বাহিরে।
অন্য পার্শ্বে পারসীক আছিল সজ্জিত ;
অগ্রে লঘু অশ্বারোহি-সৈনিক-নিকায়,—
খোরাসান্‌-ইলিয়াৎ—আকারে তাতারী :
পারস্যের রাজসৈন্য তাদের পশ্চাতে—
অশ্বারোহী, পদাতিক, বিরচিত-ব্যূহ
বীরবৃন্দ দীপ্ত অতি দীপিত আয়সে।
পেরাণবীজাও কিন্তু অগ্রদূত সহ,
তাতারের অশ্বারোহি-সৈন্যব্যূহ ভেদি,
দাঁড়াইল অগ্রভাগে, রাজদণ্ড ধরি'
স্থাগল সৈনিকশ্রেণী সজ্জিত সম্মুখে।
ফেরুদ পারসীনেতা দেখিল যখন,
পেরাণ করিল রুদ্ধ তাতারার গতি,
তখন বরষা ল'য়ে উদিল সম্মুখে,
রোধিল স্বকীয় সৈন্য করিল নিশ্চল,
যে যার স্থানেতে তারা রহিল দাঁড়ায়ে।

তখন তাতার-বৃদ্ধ আসিয়া সৈকতে
নীরব চমূর মাঝে, কহিল ডাকিয়া :—
শুনহ ফেরুদ, আর শুনহ তোমরা
পারসী তাতারী ! অস্ত্র তিষ্ঠ সন্ধিভাবে
উভয় বাহিনী। কর মল্ল নির্ব্বাচন
পারসীক-মুখ্য-মাঝে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেই
যুঝিবে মোদের মল্ল সো'রাবের সহ।
যেমতি জ্যৈষ্ঠের † প্রাতে কোন জনপদে,
মুক্তাময় শীর্ষে যবে তুহিন উজলে,
হর্ষ-শীহরণ চলে সান্দ্র-শস্য-মাঝে—
শুনিল যখন সবে পেরাণের বাণী,
তাতারের সৈন্যব্যূহে পুলক-সঞ্চার
আশা ও গৌরবে, প্রিয় সো'রাব-কারণে।
যেমতি বণিক-সার্থ, কাবুল হইতে,
হিন্দুকুশ-পাদে আসি, লঙ্ঘন-মানসে
ব্যোমচুম্বী মহাগিরি তুঙ্গহিমময়—
অই ঊর্দ্ধে যত তারা ঘুরিতে ঘুরিতে
আরোহয়ে, অতিক্রমি পথিমাঝে কত
দীর্ঘ পান্থ-পক্ষিদল মৃত হিম'পরে,

† কবি ম্যাথিউ আর্ণল্ড্ এইস্থানে বিলাতের চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন।

রুদ্ধশ্বাস সমীরণে ; তারা কথঞ্চিৎ
সরসয়ে শুষ্ককণ্ঠ চুষি' তুঁতফলে
শর্করা-সংযুত ; আর চলে একশ্রেণী
নিশ্বাস নিরোধি' সবে, ভয়ে ভয়ে, পাছে
ঊর্দ্ধ-লম্ব-হিমরাশি হয় বা স্খলিত,
তেমতি পারসী পাণ্ডু ভয়ে রুদ্ধশ্বাস।

আইল ফেরুদ-পাশে করিতে মন্ত্রণা
সহযোগী নেতৃগণ : আইল গুদার্জ্‌,
জোরা, আর ফেরাবার্জ্‌, পারসী-সেনার
দ্বিতীয় সেনানী যেই রাজখুল্লতাত :
ইহারা সকলে মিলি করিল মন্ত্রণ ;
গুদার্জ্‌ সভার মাঝে কহিল তথন :

'ফেরুদ্‌ ! অবশ্য মোরা লজ্জার আদেশে
গ্রহণ করিব সবে তাদের আহ্বান,
কিন্তু সমকক্ষ কেহ মোদের মাঝারে
নাহিক যুঝিতে এই যুবকের সহ—
বন্যমৃগ-পদ তার, সিংহের হৃদয়।
রোস্তম আগত কিন্তু বিগত নিশায়,
দূরেতে বিমর্ষ অতি র'য়েছে বসিয়া,
স্বতন্ত্র বসন-গৃহ ক'রেছে স্থাপন :

অন্বেষি' করিব তার শ্রবণ-গোচর
তাতার-আহ্বান আর এ যুবার নাম,
হয়ত ভুলিবে ক্রোধ, করিবে সংগ্রাম।
ইতিমধ্যে পদমাত্র হ'য়ে আগুয়ান
গ্রহণ করহ তুমি তাদের আহ্বান।'
এতেক কহিল যদি, হ'য়ে অগ্রসর
ফেরুদ কহিল এই, 'শুন বৃদ্ধপাদ!
সম্মত হইনু মোরা তোমার বচনে,
সো'রাব সজ্জিত হ'ক, সমকক্ষ তার
মোরাও মোদের মল্ল করি নির্ব্বাচন'।
পেরাণ শুনিয়া বাণী ফিরিল অমনি,
সৈন্যব্যূহ-মুক্তপথে দীর্ঘপদক্ষেপে
স্বীয় পট্টাবাসে। কিন্তু ছুটিল গুদার্জ্
পর্য্যাকুল পারসীর মধ্যভাগ দিয়া,
অতিক্রমি পশ্চাতের সেনা-সন্নিবেশ,
উপনীত ক্ষণমাত্রে সম্মুখ সৈকতে,
ছিল যেথা রোস্তমের পট্টগৃহ-চয়—
রচিত লোহিত বাসে, লসিত উজ্জ্বল,
সদ্যঃ নিবেশিত,—আর, মধ্যভাগে তার
তুঙ্গ গৃহ রোস্তমের, চতুঃপার্শ্বে যার

অনুচর সন্নিবিষ্ট শিবির-ভিতরে।
প্রবেশি রোস্তম-গৃহে দেখিল গুদার্জ্‌
রোস্তমেরে : সমাপিত প্রভাত-ভোজন,
তবু কিন্তু ভোজ্যপীঠ ভোজ্যে সুসজ্জিত ;
মেষার্দ্ধ-কাবাব আর রুটির পিষ্টক,
গাঢ়শ্যাম তর্‌মুজ ; রোস্তম তথায়
উপবিষ্ট উদাসীন, মণিবন্ধ'পরে
ধরি' এক শ্যেনপক্ষী ছিল ক্রীড়ারত ;
গুদার্জ্‌ দাঁড়াল আসি তাহার সম্মুখে ;
চাহিয়া দেখিল সেও গুদার্জ্‌ দাঁড়ায়ে ;
অমনি উঠিল লম্ফে হর্ষে ধ্বনি করি,
ফেলি' পক্ষী, দুই হস্তে করি সম্ভাষণ,
রোস্তম গুদার্জে এই কহিল বচন :—
'স্বাগত ! এ চক্ষু মোর দেখে নাই কভু
শুভতর দৃশ্য আর। কহ কি বারতা ?
কিন্তু হেথা বসি অগ্রে, ভুঞ্জ ভোজ্যপেয়।'
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে কিন্তু, কহিল গুদার্জ্‌ :—
'নহে এবে ! একদিন আসিবে মোদের
ভোজ্যপেয় ভুঞ্জিবার, কিন্তু অদ্য নহে :
রহিয়াছে অন্যবিধ অদ্য প্রয়োজন।

সুসজ্জ দাঁড়ায়ে সৈন্য স্থির-নেত্রে চেয়ে :
যেহেতু আবদ্ধ মোরা তাতার আহ্বানে,
বরণ করিতে কোন পারসী-প্রধানে
মল্লরূপে যুঝিবারে তার মল্ল সহ—
নাম তার জান তুমি, "সো'রাব" বলিয়া
ডাকে লোকে, কিন্তু তার জন্ম অবিদিত।
ও রোস্তম, এ যুবার শক্তি তব সম!
বন্যমৃগ-পদ তার, সিংহের হৃদয়!
সে যে যুবা, বৃদ্ধ সব ইরাণ* প্রধান,
দুর্ব্বল অথবা অতি ; তব পানে চেয়ে
রহিয়াছে চক্ষু সব ; এস হে রোস্তম
সহায় মোদের হও, অন্যথা যে হারি।
এত শুনি করি হাস্য রোস্তম তখন
করিল উত্তর, ছি ছি! ইরাণ-প্রধান
যদি তারা বৃদ্ধ সবে, বৃদ্ধতর আমি :
যুবক দুর্ব্বল যদি, করেছে সম্রাট্
ভয়ঙ্কর ভ্রম তবে : যেহেতু সম্রাট্—
'কায়খস্রু'§ স্বয়ং যুবা, করয়ে সম্মান
যবীয়ানে, বৃদ্ধে ফেলে কবরে পচিতে ;

* পারস্যদেশ। § পারস্য সম্রাট।

রোস্তমে বাসেনা ভাল বাসয়ে যুবকে ;
যুবা বিচলিত হবে সো'রাব-গর্জ্জনে,
কিন্তু নহে আমি। কিবা গণ্য করি আমি,
করে যদি সবে তার যশের ঘোষণা ?
এহেন সন্তান যদি হইত আমার
কন্যা-বিনিময়ে মোর, তুচ্ছ শক্তিহীনা,
এহেন যশস্বী পুত্র, এহেন সাহসী,
পাঠা'তাম আমি তারে সংগ্রাম-মাঝারে,
থাকিতাম লয়ে 'যালে' হিম-শুক্ল-কেশ,
জনক আমার, যারে দস্যু আফগান্
পীড়িত করিয়া হরে প্রান্তভূমি তার,
লয়ে যায় পশুপাল ; নাহি কোন জন
রক্ষিবারে শক্তিহীন বৃদ্ধদশা তার।
যাইব তথায় আমি, রাখিব তুলিয়া
রণ-পরিচ্ছদ মোর, রাখিব ঘেরিয়া
সুমহৎ নামে মোর অক্ষম স্থবিরে,
অর্জ্জিত প্রচুর অর্থ করিব বায়িত,
জুড়াব বয়স মোর, শুনিব সুখ্যাতি
সো'রাবের ; রাখি যাব মৃত্যুমুখে সব
'নিমকহারাম' এই রাজার সৈনিক ;

এ শরারু করে আর করিব না অসি
নিষ্কাসিত', এত কহি হাসিল রোস্তম।
তখন গুদার্জ, এই করিল উত্তর :—
কি কবে, রোস্তম, তবে লোকে ইহা শুনি,
আহবয়ে সো'রাব যবে সাহসি-প্রধান,
বিশেষতঃ খুজে তোমা মো'সবার মাঝে,
আর তুমি, যারে সেই সমধিক চায়,
লুকাও বদন তব ?, ভেবে দেখ, পাছে
লোকে কয়, বৃদ্ধ কোন কৃপণের সম
সঞ্চয়ে রোস্তম যশ, চাহে না কখন
করিতে বিপন্ন তায় যুঝি যুবা সহ'।
রোস্তম ক্ষুভিত অতি করিল উত্তর :—
'ও গুদার্জ, কহ কেন এরূপ বচন ?
এর চেয়ে মিষ্ট কথা জান যে কহিতে।
যুঝি কিম্বা নাহি যুঝি যদি আমি আর
কোন এক শত্রু সহ, খ্যাত বা অখ্যাত,
সাহসী অথবা ভীরু, বৃদ্ধ বা যুবক,
কিবা আসে যায় ? তারা নয় কি নশ্বর ?
নহি কি এখন আমি আপন স্বরূপ ?*

* আপন স্বরূপ—অর্থাৎ 'অজেয় রোস্তম'।

কিন্তু কে করিতে চায় কর্ম্ম সুমহৎ
এ সকল অপদার্থ মানবের তরে ?
আইস, দেখিবে তুমি, কেমনে রোস্তম
সঞ্চিত করয়ে যশ। যুঝিব অজ্ঞাত
কিন্তু সাধারণ বেশে ; রোস্তম-বিষয়ে
কেহ না কহিতে পারে যেন কোনকালে—
'একদা সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিপক্ষ-রূপে
যুঝেছে নশ্বর কোন মানবের সহ' §।
রোস্তম এতেক কহি করিল ভ্রূকুটি ;
গুদার্জ্ তখন বেগে ছুটিল ফিরিয়া,
শিবিরের মধ্য দিয়া, ভয়ে ও হরষে—
ভয়—তার দেখি ক্রোধ, কিন্তু হর্ষ পুনঃ –
রোস্তমের আগমনে। আসিয়া দুয়ারে
রোস্তম ডাকিল তার অনুচরগণে,
আদেশিল আনিবারে যুদ্ধ-সরঞ্জাম,
পরিল আয়স বর্ম্ম : লইল বাছিয়া

---

§ যেহেতু ইতিপূর্ব্বে রোস্তম কখনও কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি একাকীই শত্রু-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন।

প্রহরণ সাধারণ, নাহি ছিল ঢালে
বিশেষক মূর্ত্তি কোন, কেবল তাহার
শিরস্ত্রাণ মূল্যবান্—সুবর্ণ খচিত—
খোদিত-প্রণালী-শোভী ‡ চূড়ার কীলকে
অশ্বকেশ-শিখা এক আছিল উড্ডীন—
উজ্জ্বললোহিত-বর্ণ অশ্বকেশ-শিখা।
এরূপে সজ্জিত হ'য়ে বাহিরিল সেই ;
'রুক্ষ' নামে অশ্ব তার পিছনে পিছনে
শিকারী কুক্কুর-প্রায় করিল গমন।
'রুক্ষ' সেই, কীর্ত্তি যার মেদিনী-মাঝারে
মুখরিত, সেই অশ্ব রোস্তম যাহারে,
একদা শত্রুর দলে আক্রমণকালে,
পেয়েছিল বোখারার নদ-সন্নিকটে,
মাতার উদর-তলে অতি শিশুকালে,
সযতনে পুষেছিল গৃহে আনি তারে ;
উজ্জ্বল পিঙ্গল অশ্ব, সমুন্নত শির,
বিভূষিত 'জিন'-বাসে—সবুজ ঝালর
সুবর্ণ-খচিত যার, আর মধ্যভাগে
সূচিকর্ম্ম-বিরচিত যত মৃগ্য পশু—

‡ 'পল' তোলা (কীলক)।

যত পশু জ্ঞাত আছে শিকারীর কাছে।
অনুসৃত এইরূপে, ত্যজিল রোস্তম
পট্টগৃহ, অতিক্রমি সেনা-সন্নিবেশ,
পারসী-সেনার কাছে হ'ল আবির্ভূত।
পারসীক সমুদায় চিনিল তাহারে,
সম্বৰ্দ্ধিল জয়-রবে; তাতার-নিবাসী
কিন্তু না জানিল কেহ কেবা সেই জন।
যেমতি ডুবারী সিক্ত, নয়নের প্রিয়
ভয়-পাণ্ডু বনিতার—অশ্রুজলে যেই
তিতি রহে প্রতীক্ষায় জলধির তীরে,
সৈকত বাহ্‌রা'ন্ দ্বীপে, পারস্য সাগরে—
সুনীল তরঙ্গে ডুবি থাকি সারাদিন,
মহামূল্য মুক্তা-সংখ্যা করিয়া পূরণ,
যখন সে নিশাকালে মিলে তার সহ
সৈকতে কুটীর-মাঝে—তেমতি রোস্তম
পাণ্ডু পারসীর প্রিয়, মিলনের কালে।
অগ্রভাগে অগ্রসর হইল রোস্তম
পারসী সেনার, আর, আইল সো'রাব
হ্যামানের পট্টাবাসে হ'য়ে সুসজ্জিত।
যেমতি ধনীর ক্ষেত্রে শস্য-মধ্যভাগে

শস্যছেত্তা শস্যচয় করিলে ছেদন,
উভয় পার্শ্বেতে তার বর্গক্ষেত্র’পরে
শস্যরাশি সারি-সারি রহে দাঁড়াইয়া,
হ্রস্বনগ্ন স্তম্ব শুধু মধ্যভাগে রয় ;
তেমতি উভয় পক্ষে বর্গক্ষেত্র’পরে
দাঁড়ায়ে সৈনিকগণ ধরিয়া বরষা,
উন্মুক্ত সিকতা শুধু মধ্যভাগে তার।
আসিয়া সিকতা’পরে রোস্তম তখন
তাতার-শিবির-পানে ফিরাল নয়ন,
সো’রাবে আসিতে দেখি রহিল চাহিয়া।
　　যথা কোন ধনি-নারী শীতের প্রভাতে,
ক্ষৌম ‘মশহারি’-মাঝে থাকি নেহারয়ে,
দরিদ্র দাসীটি অই জ্বালিছে আগুন—
তারি তরে জড়কৃষ্ণ অঙ্গুলি-চালনে
‘কুক্কুট-কূজন-কালে’, তারকা-দীপিত
শীতের উষায় যবে তুষার-নিচয়,
ধবলিত গবাক্ষের কাচের ফলকে
করয়ে পুষ্পিত—আর বিস্মিত অন্তরে
চিন্তয়ে কেমনে সেই রয়েছে বাঁচিয়া,
কিবা ভাব জাগে মনে দরিদ্র দাসীর;

রোস্তম হেরিল তথা অবিদিত সেই
সাহসী যুবকে, যেই সুদূর হইতে
আসিয়াছে রোস্তমের সন্ধান-কারণে,
স্পর্দ্ধায় অবজ্ঞা করি সুবিখ্যাত যত
সর্দ্দার-সাহসী : ধরি' বহুক্ষণ সেই
লাগিল লক্ষিতে তার তেজস্বি-মূরতি,
বিস্ময়ে চিন্তিল মনে কেবা এই জন।
যেহেতু তরুণ অতি, যতনে লালিত,
মনে হয় দেখে তারে—যেন সে একটি
'সাইপ্রেস্' * নব দীর্ঘ, কৃষ্ণ সুসরল,
রাণীর নিভৃতোদ্যানে করে বিতরণ
ঈষৎ তামস ছায়া, চন্দ্রমো-দীপিত
শষ্পময় ভূমি'পরে নিশীথ-সময়ে,
সবুদ্বুদ নির্ঝরের ঝঙ্কারের সাথে—
সো'রাব তেমতি কৃশ যতনে লালিত।
পশিল করুণা গাঢ় রোস্তমের মনে
নিরীক্ষণ করি তারে আসিবার কালে ;
রোস্তম দাঁড়াল উঠি, হস্তের সঙ্কেতে
ডাক দিয়া সোহ্‌রাবে, লাগিল কহিতে :—

* দেবদারু বিশেষ।

হে যুবক! মৃদু উষ্ণ, অতি মনোরম
এযে 'স্বর্গ'-বায়ু; কিন্তু সমাধি শীতল!
শীতল চেতনাহীন সমাধির চেয়ে
সুখকর স্বর্গ-বায়ু। চেয়ে দেখ মোরে:
কি বিশাল আমি, লোহবর্ম্ম পরিধানে,
পরীক্ষিত; দাঁড়ায়েছি রণক্ষেত্রে কত
রক্তময়, যুঝিয়াছি কত শত্রু সহ:
সেই রণক্ষেত্রে আমি কভু না বিজিত,
কিম্বা সেই শত্রু মম কভু না জীবিত।
সোহ্‌রাব! মৃত্যু-মুখে কেন প্রধাবিত?
হও হে সংযত: ত্যজি' তাতার-বাহিনী
এসহ ইরাণে, থাক মোর পুত্রবৎ,
যুঝ মোর ধ্বজাতলে, যতদিন বাঁচি,
তব সম নাহি যুবা ইরাণে সাহসী।
এতেক কহিল ধীরে: শুনিল সো'রাব
কণ্ঠধ্বনি, রোস্তমের মহা-কণ্ঠধ্বনি;
দেখিল বিশাল মূর্ত্তি স্থাপিত সৈকতে,
একমাত্র, যেন এক দুর্গ অদ্বিতীয়,
ক'রেছে নির্ম্মাণ পুরা কোন অধীশ্বর
মরু'পরে, দস্যুভয়-নিবারণ-তরে;

দেখিল মস্তক তার, হয়েছে চিত্রিত
সদ্যঃ-পক্ক কেশে : আশা হৃদয় ভরিল ;
অমনি ছুটিল অগ্রে, ধরিল জড়ায়ে
জানু-দুটি রোস্তমের, নিজ হস্ত-মাঝে
চাপি ধরি হস্ত তার কহিল বচন :—
'শুন গো, শপথ তব পিতৃ-মস্তকের,
শপথ আত্মার তব—তুমি না রোস্তম ?
কহ ! তুমি কি না সেই' ? কিন্তু সসন্দেহে
নতজানু যুবকেরে চাহিল রোস্তম,
ফিরায়ে নয়ন পুনঃ কহিল স্বগত :—
'ওহো বুঝিলাম এই শৃগালক যুবা
কিবা অভিসন্ধি মনে করিয়াছে তার,
অসত্য চতুর গর্ব্বী তাতারী বালক।
কারণ যদ্যপি করি স্বীকার এখন,
যাহা সে জিজ্ঞাসে মোরে না করি গোপন—
"রোস্তম দাঁড়ায়ে হেথা"—হবে না বস্তুতঃ
বশ্য, কিম্বা ত্যজিবে না মোদের শত্রুরে,
দেখায়ে ছলনা কোন বুঝিবে না আর,
গাবে মোর যশোগান, করিবে প্রদান
শিষ্টতার উপহার, মনে হয় মোর,

কটিবন্ধ কিম্বা অসি,আর চলি যাবে।
পশ্চাৎ সমর্‌কণ্ডে আফ্রাসিয়াবের
ভোজন-মণ্ডপে, কোন উৎসব-সময়ে,
দাঁড়ায়ে কহিবে উচ্চে ঃ—"একদা আহ্বান
ক'রেছিনু আমি সব পারসী-সর্দ্দারে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে হইবারে প্রতিযোগী মোর,
অক্ষতীরে সন্নিবিষ্ট যবে সৈন্যদ্বয়।
কিন্তু তারা সঙ্কুচিত, রোস্তম কেবল
করিল সাহস ; পরে আমরা উভয়ে
বিনিময় করি দান গেলাম চলিয়া,
তুল্য কৃতিত্বের সহ"। কহিবে এরূপ
সম্ভবতঃ, আর তারে লোকে প্রশংসিবে,
মো'হতে লজ্জিত হবে ইরাণ-সর্দ্দার'।

অতঃপর তার দিকে ফিরায়ে বদন,
কহিল কর্কশভাবে উচ্চৈঃস্বরে তারে ঃ—
'উঠ ! কেন বৃথা তুমি করহ সন্দেহ
"রোস্তম" বলিয়া মোরে ; আমিই এখানে
স্পর্দ্ধায় যাহারে তুমি ক'রেছ আহূত,
সার্থক করহ স্পর্দ্ধা, কিম্বা হও নত।
তুমি কি যুঝিবে শুধু রোস্তমের সহ ?

গৌয়ার বালক ! জান, পলায় সকলে
রোস্তমের মুখপানে দৃষ্টিমাত্র ক'রে।
জানি ভাল, যদি অন্য মহান্ রোস্তম
দাঁড়া'ত সম্মুখে তব, আর ব্যক্ত হ'ত,
হ'ত না যুদ্ধের কথা তা'হলে তখন।
যে হই সে হই আমি, ব'লে রাখি তোমা,
অন্তরাত্মা-মাঝে তব গেঁথে রাখ ইহা :—
হয় তুমি স্পর্দ্ধা তাজি হবে বশীভূত,
নয় তব অস্থি এই বালিতে লুটা'বে,
যতদিন বায়ু তারে শুষ্ক না করিবে,
কিম্বা অক্ষনদ তার গ্রীষ্মের প্লাবনে—
অক্ষনদ গ্রীষ্মে—সব ধুয়ে না লইবে'।

এতেক কহিল যদি, সো'রাব তখন
করিল উত্তর তারে, উঠি পদভরে :—
'এত কি ভীষণ তুমি ? পারিবে না এতে
বিভীষিকা দেখাইতে—নহি ত বালিকা,
কথায় হইব পাণ্ডু ! তথাপি যথার্থ
এই কহিয়াছ তুমি—"হ'ত না সংগ্রাম,
দাঁড়া'ত রোস্তম যদি এখানে এ ভূমে"।
রোস্তম আছয়ে কিন্তু অতি বহুদূরে,

এখানে দাঁড়ায়ে মোরা। কর উপক্রম।
অতীব বিশাল তুমি মো'হ'তে ভীষণ,
জানি, তুমি পরীক্ষিত, আমি কনীয়ান্ ,
তবু সিদ্ধি চলে ফেরে ঈশ্বর-বচনে।
যদ্যপি এরূপ তুমি ভাবিতেছ মনে,
জান তুমি, তব জয় হইবে নিশ্চিত,
তথাপি পার না তুমি নিশ্চিত জানিতে।
যেহেতু সকলে মোরা,—সাগর উপরে
সন্তরণকারি-সম—স্থিত সমভারে,
অতি ভীম অদৃষ্টের তরঙ্গ-শিখরে—
নিশ্চয়তা নাহি যার কোন্ দিকে পড়ে ;
আর এ যে মো'সবারে তুলে দিবে তীরে,
অথবা গড়ায়ে ল'বে সাগর-মাঝারে—
হেটিবে সাগরে—গাঢ় মৃত্যুর কল্লোলে—
জানি না আমরা, নাহি সন্ধি জানিবার—
ফল শুধু শিক্ষাদাতা আপন সময়ে'।

শুনিল রোস্তম, কিন্তু না করি উত্তর
ক্ষেপিল বরষা তার ; স্কন্ধ হ'তে নীচে,
পলকে নামিল নীচে—যথা পক্ষী শ্যেন,
বহুক্ষণ ঊর্দ্ধচারী, বায়বীয় মেঘে—

পড়ে শস্যভূমে কোন তিতির উপরে,
ওলনের প্রায়—ক্ষিপ্র সো'রাব অমনি
প্রভার চমক হেন, লম্ফ দিল পাশে।
বরষা স্বনিল 'হিস্', আর সকম্পন,
উড়ায়ে বালুকা পাশে, পশিল ভিতরে।
সোরা'বো পর্য্যায়ক্রমে ক্ষেপিল বরষা,
করিল আঘাত পূর্ণ রোস্তমের ঢালে,
ঠনং ঠনিল তীক্ষ্ণ আয়স ফলকে
ঠনিল ঠনম্ ; কিন্তু বিমুখ বরষা ;
রোস্তম ধরিল গদা—রোস্তম ব্যতীত
পারে কে ধরিতে উহা—অখণ্ডিত এক
বৃক্ষকাণ্ড, কি প্রকাণ্ড, অতি রুক্ষ তাহে—
যেন উহা সেই সব বৃক্ষের সমান,
লোকে, যাহা, বৃক্ষহীন সমতল ভূমে,
দ্রোণি গঠিবার তরে ধরয়ে কৌশলে,
প্লাবিত সাটে্‌লজ্ কিম্বা ঝেলাম্ হইতে,
যবে, উর্দ্ধে উহাদের অন্ধকারময়
নির্ঝরের পরিসরে, করে প্রভঞ্জন
ধ্বংস সব, শীতকালে হিমালয়-বনে,
বিকীরণ করি স্রোতে ভগ্ন-শাখা যত—

তেমতি প্রকাণ্ড গদা তুলিল রোস্তম,
আঘাত করিল তাহে ; আবার সো'রাব
লম্ফ দিল পাশে, ক্ষিপ্র যথা সর্প ছুটে
আকস্মিক বেগে ; গদা অশনি-নিনাদে
আইল ধরণী'পরে, পড়িল উছলি
রোস্তমের হস্ত হ'তে ; অমনি রোস্তম
ঝুঁকিল সম্মুখে স্বীয় আঘাতের সহ,
পড়িল পাতিয়া জানু ; ধরিল মুষ্টিতে
বালুকা অঙ্গুলি দিয়ে ; সো'রাব এখন
পারিত তুলিতে অসি পিধান হইতে,
শক্তিমান্ রোস্তমেরে পারিত বিঁধিতে,
যখন সে ছিল পড়ি হ'য়ে ঘূর্ণমান্,
বালুকায় রুদ্ধশ্বাস জানুর উপরে ;
সো'রাব হাসিল কিন্তু দৃষ্টিপাত করি,
না করিল আপনার অসি উন্মোচন ;
বিরত সৌজন্যভরে, কহিল বচন :—

'ক'রেছ আঘাত বেগে মাত্রা অতিক্রমি
ভাসিবে ঐ গদা তব নিদাঘ-প্লাবনে,
নহে এই অস্থি মোর ; কিন্তু উঠ তুমি,
হ'ওনা গো ক্রুদ্ধ মোরে ; ক্রুদ্ধ নহি আমি :

সত্যই ত্যজেছে ক্রোধ আমার অন্তর,
যখন হেরেছি তোমা' ; কহিয়াছ তুমি,
তুমি ত রোস্তম নও ; হউক তাহাই।
তবে কে তুমি যে পারে করিতে পরশ
হৃদয় আমার এত ? হ'লেও বালক
যুদ্ধও দেখেছি কত ; হইয়ে অগ্রণী
রুধির-তরঙ্গে আমি করেছি ভ্রমণ,
শুনিয়াছি মুমূর্ষুর গভীর নিনাদ,
কিন্তু কভু এত স্পৃষ্ট হয়নি অন্তর।
ঈশ্বর-সান্নিধ্য হ'তে আগত কি এই
হৃদয়ের কোমলতা ? ওগো বৃদ্ধ বীর,
এস মোরা নত হই ঈশ্বর-সমীপে।
এস গো প্রোথিত করি মৃত্তিকা উপর
এই স্থানে আমাদের কুপিত বরষা :
করি সন্ধি দুই জনে বসি' বালুকায়,
করি গো প্রতিজ্ঞা মোরা লোহিত আসবে,
করে যথা বন্ধু-জনে, অতঃপর তুমি
রোস্তমের কীর্ত্তি যত কহিও আমারে।
আছয়ে যথেষ্ট শত্রু পারসীক দলে
সাক্ষাৎ হইতে পারে প্রতিপক্ষরূপে,

আঘাত ক'রেও যারে না পাব বেদনা ;
যথেষ্ট আছয়ে বীর আফ্রাসিয়াবের
পারিবে যুঝিতে ; যুঝ তাহাদের সহ,
বরষার পুরোভাগে দাঁড়া'বে যখন ;
কিন্তু ওগো সন্ধি হ'ক্ মোদের ভিতর !'

এতেক কথার পরে বিরত সো'রাব :
কিন্তু ততক্ষণে, কোপে কাঁপিতে কাঁপিতে
হ'য়েছে রোস্তম খাড়া উঠি ভূমি হ'তে।
পড়িয়া রহিল গদা, না তুলিল আর,
পুনঃ প্রাপ্ত কিন্তু এবে মোচিত বরষা,
অগ্নিনিভ অগ্র যার, বর্ম্মপরিহিত
সবোত্তর ভুজে তার জ্বলিল উজ্জ্বল
সূচি' অমঙ্গল, যথা শারদ আকাশে
তারকা লুব্ধক জ্বর-চিহ্ন অমঙ্গল :
ধূলিতে মলিন তার উন্নত শেখর,
ক্ষীণ-দীপ্তি আর সেই অস্ত্র দীপ্তিমৎ,
উচ্ছ্বসিত বক্ষ তার ; ওষ্ঠ ফেনময় ;
ক্রোধভরে দুইবার স্তব্ধ কণ্ঠস্বর ;
অবশেষে এই বাক্য বাহিরিল বেগে :—

'বালিকে ! চরণে ক্ষিপ্র, কিন্তু হস্তে নও,

নটবর রাজপ্রিয় কুঞ্চিত-কুন্তল,
চাটুবাক্য-সৃষ্টি-পটু! করহ সংগ্রাম;
আর যেন ঘৃণ্য কথা না শুনি তোমার;
নহ এবে উপবনে আফ্রা-সিয়াবের,
তাতারী বালিকা সহ নৃত্য কর যেথা;
কিন্তু অক্ষ-সিকতায়, যুদ্ধের তাণ্ডবে,
মোর সহ, নহে ক্রীড়া বুদ্ধ যার কাছে :
যুদ্ধের যাবৎ সীমা, বুঝে থাকি আমি
হয়ে শত্রু-সম্মুখীন। ব'লনা আমারে
সন্ধি, অঙ্গীকার, কিম্বা আসবের কথা।
স্মর তব পূর্ণ শক্তি : করহ প্রয়োগ
ছলনা চাতুরী যত : গিয়াছে চলিয়া
যা ছিল করুণা মোর : যেহেতু আমারে
ক'রেছ লজ্জিত তুমি উভ সৈন্য-মাঝে,
অতি লঘু তব সেই লম্ফের কৌশলে,
আর বালিকার যোগ্য তব ছলনায়'।

রোস্তম কহিল বাণী; জ্বলিল সো'রাব
শুনি তার তিরস্কার; সেও নিষ্কাসিত
করিল তাহার অসি; ধাইল অমনি
যুগপৎ উভে, যথা দুইটি 'কুরর',

একই শিকার'পরে, নামে বেগে ধেয়ে
মেঘ হ'তে একযোগে, একটি পূরব
অন্যটি পশ্চিম থেকে : উভয়ের ঢাল
একত্র ঝনং-শব্দে করিল ঘটন,
উত্থিত তুমুল ধ্বনি, যেমতি প্রভাতে
দৃঢ় মাংসপেশী-যুত কাঠুরিয়াগণে
উত্থাপয়ে নিত্য কোন অরণ্য-মাঝারে,
ঠক্ ঠক্ ব্যস্ত যবে তাদের কুঠার
মড়্ মড়্ শব্দে ভগ্ন বৃক্ষের ছেদনে :
সো'রাব রোস্তম দোহে প্রতি পরস্পর
করিল বর্ষণ এই ঘাত-প্রতিঘাত।
বস্তুতঃ বলিবে তুমি সূর্য্য ও তারকা
অংশভাক্ ছিল সেই অপ্রাকৃত রণে :
কারণ উদিল মেঘ সহসা আকাশে,
আবরিল প্রভাকরে মল্ল-শিরোপরে,
উত্থিত হইল বায়ু পদতল হ'তে,
মাজ্জিত করিল ভূমি করিয়া বিলাপ,
বালুকার বাতাবর্ত্তে আচ্ছাদিল দোহে।
দোহে অন্ধকারাবৃত, তারাই কেবল ;
কারণ দর্শক সৈন্য উভয় পার্শ্বেতে

প্রশস্ত দিবসালোকে ছিল দাঁড়াইয়া,
নভস্তল নিরমল, আর অংশুমালী
হ'তেছিল বিভাসিত অক্ষ-স্রোতোপরে।
কিন্তু সেই অন্ধকারে রণমত্ত তারা—
আলোড়িত-চক্ষু উভে পরিশ্রান্ত-শ্বাস ;
সো'রাব ধরিল অগ্রে শক্ত করি ঢাল,
রোস্তম প্রথমে তাহে করিল আঘাত :
অরস্কীল বর্শা দৃঢ় ভেদিল ফলক,
না পারিল কিন্তু চর্ম্ম করিতে পরশ ;
কুপিত অস্ফুটনাদে রোস্তম তাহার
ফিরায়ে লইল বর্শা করি উৎপাটিত।
সো'রাব তখন তার অসি লয়ে করে
রোস্তমের শিরস্ত্রাণে করিল আঘাত,
নারিল করিতে তার পূর্ণ অয়োভেদ,
ছেদিল সম্যক কিন্তু সমুদায় চূড়া ;
আর সেই অতি-গর্ব্বী অশ্বকেশ-শিখা—
কদাপি কলঙ্কী নয়—পড়িল ধূলায় ;
আনত করিল শির রোস্তম তখন ;
কিন্তু তদা কৃষ্ণতর হ'ল অন্ধকার,
অশনি করিল শূন্যে ভীষণ নির্ঘোষ,

বিদ্যুৎ ভেদিল মেঘে ; সমীপস্থ সেই
'রুক্ষ' অশ্ব উগারিল ভীম আর্ত্তনাদ,
নহে উহা হ্রেষারব, কিন্তু মরুভূমে
ব্যথিত সিংহের যেন মর্ম্মভেদী নাদ—
যবে সেই পশুরাজ টানি সারাদিন
শিকারীর বর্ষাখানি বিদ্ধ দেহপাশে
নিশায় সিকতা'পরে আসয়ে মরিতে—
সভয়ে কম্পিত সৈন্য শুনি সেই নাদ,
অক্ষনদ স্পন্দহীন, যেই মাত্র উহা
অতিক্রম করি স্রোত গেল পরপারে ;
সো'রাব শুনিল কিন্তু না হ'ল কম্পিত,
প্রধাবিল পুরোভাগে ; প্রহারিল পুনঃ,
পুনশ্চ রোস্তম শির করিল আনত;
কিন্তু এইবারে সেই অসির ফলক,
কাচ-হেন চূর্ণীভূত সহস্র বিভাগে,
আস্ফালিল রোস্তমের শিরস্ত্রাণ'পরে.
রহিল সো'রাব-করে অসিমুষ্টি শুধু।
তখন রোস্তম তার তুলিল মস্তক :
উঠিল জ্বলিয়া ভীম নেত্র-দুটি তার ;
কম্পিত করিল উর্দ্ধে বর্ষা ভয়ঙ্কর,

'রোস্তম !' বলিয়া উচ্চে ছাড়িল হুঙ্কার।
সো'রাব শুনিল শব্দ, হ'ল স্তব্ধকায়
সবিস্ময়ে, একপদ হেটিল পশ্চাতে,
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে করি পরীক্ষণ
অগ্রসর মূর্ত্তিখানি, দাঁড়াল সো'রাব
হতজ্ঞান, ফেলি দিল আচ্ছাদক ঢাল,
অমনি বিঁধিল বর্ষা দেহ-পার্শ্ব তার।
ইতস্ততঃ বিচলিত সো'রাব তখন,
পশ্চাতে টলিয়া শেষে পড়িল ধরায়।
　　ধ্বান্ত সদ্যঃ বিদূরিত, বায়ু মন্দীভূত,
বহির্গত দীপ্ত ভানু, মেঘ বিগলিত,*
হেরিল উভয়-সৈন্য সেই বীর-যুগে ;
হেরিল, চরণ-ভরে দাঁড়ায়ে রোস্তম
অক্ষত শরীরে, কিন্তু সো'রাব আহত,
সৈকতে শোণিত-সিক্ত, আছয়ে পতিত।
　　তখন কঠোর হাস্যে কহিল রোস্তম :—
'সো'রাব ! বধিবে অস্ত্য, ভেবেছিলে মনে,
পারসী-সর্দ্দারে, আর শব-দেহ হ'তে
লয়ে যাবে, বেশভূষা করি উন্মোচন,

---

* অপসৃত।

জয়-চিহ্ন, পট্টাবাসে আফ্‌্রাসিয়াবের ;
অথবা স্বয়ং সেই মহান্‌ রোস্তম
আসিবে করিতে রণ, তব ছলনায়
বিমুগ্ধ হৃদয় তার লবে উপহার,
আর তুমি অনায়াসে যাইবে চলিয়া ;
অতঃপর সমুদায় তাতার-সৈনিক
প্রশংসিবে তব বীর্য্য অথবা চাতুরী,
ঘোষণা করিবে যশ তুষিতে তোমার
জনকে, সামর্থ্যহীন স্থবির বয়সে।
মূর্খ! হ'লে তুমি হত, এবং অজ্ঞাত
জনৈক মানব-হাতে ; শুনহ সো'রাব—
বৃদ্ধ জনকের কিম্বা বান্ধবগণের
এখন তেমন প্রিয় না হইবে তুমি,
রক্ত-শৃগালের প্রিয় হইবে যেমন'।
সো'রাব উত্তর দিল নির্ভীক-মূরতি,
'অজ্ঞাত যথার্থ তুমি, তথাপি তোমার
বৃথা, দর্প ভয়ঙ্কর। কর নাই হত
মোরে তুমি, অহঙ্কৃত দাম্ভিক মানব!
না! কিন্তু রোস্তম মোরে ক'রেছে নিহত,
আর এই পুত্ত্রোচিত হৃদয় আমার।

কারণ যদ্যপি আমি প্রতিপক্ষরূপে
দাঁড়া'তাম তব তুল্য দশজন সহ,
আর যদি রহিতাম সেইরূপ আমি
ছিলাম যেরূপ আমি এই দিনাবধি,
তাহারা থাকিত তবে পতিত এখানে,
আর আমি দাঁড়া'তাম, শুন, অইখানে।
কিন্তু সেই ইষ্ট নাম করিল অবশ
মম ভুজে—সেই নাম, আরও তোমার
কি এক মোহন বস্তু, করি যে স্বীকার,
আলোড়িছে যাহে মোর সমস্ত হৃদয়,
যাহে নিপতিত ঢাল ; আর বর্ষা তব
করিল প্রবিদ্ধ এক নিরস্ত্র শত্রুরে।
এখন করিছ গর্ব্ব, আর অবজ্ঞাত
করিছ অদৃষ্টে মোর। কিন্তু শুন বলি,
ভীষণ মানব, শুনি' হও কম্পমান।
মহান্ রোস্তম ধ্রুব লবে প্রতিশোধ
এ মোর মৃত্যুর ! মম পিতা, যারে আমি
খুঁজিতেছি সমুদায় মেদিনী-ভিতরে,
সেইই শুধিবে মৃত্যু, দণ্ডিবে তোমারে' !
যেমতি শিকারী কোন, বসন্ত-সময়ে

নেহারি' প্রসূতা এক কুররী পক্ষিণী,
গৈরিক হ্রদের কোন সুবন্ধুর দ্বীপে,
উপবিষ্টা নীড়োপরে, উড্ডয়নকালে
বাণবিদ্ধ করি যবে ছুটিছে পশ্চাতে
অন্বেষিতে পক্ষিণীরে পতিত সুদূরে ;
ঝটিতি আসিছে ফিরি সহচর তার
পক্ষ'পরে করি ভর শিকার হইতে,
দেখিছে সুদূর হ'তে শাবক-নিচয়
সংহত র'য়েছে স্থিত, ত্যক্ত নিঃসহায় ;
অমনি সে সংবরিয়া স্বীয় পক্ষদ্বয়,
হ্রস্ব ব্যস্ত আস্ফালনে ভ্রমি চক্রগতি
কূলায় উপরে, উচ্চে করিয়া চীৎকার
আক্রোশিছে সঙ্গিনীরে ফিরিবার তরে ;
কিন্তু তার দর্শনের অতি অগোচরে
শিলাময় কোন এক দূর গিরিপথে
মুমূর্ষু পতিত সে যে বাণবিদ্ধকায়,
যেন বিধূনন-শীল পালকের স্তোম ;
উপরে উড্ডীয়মান সেই পক্ষিণীরে
আর না করিবে হ্রদ কখন বিস্মিত ;
আর সেই কৃষ্ণ সিক্ত তুঙ্গ-তট গিরি

না করিবে প্রতিধ্বনি তার চণ্ডরবে
পার্শ্ব দিয়া পক্ষ-ভরে গমনের কালে :—
যথা সেই দীন পক্ষী সমীপে উড্ডীন,
অথচ আপন ক্ষতি না জানয়ে কিছু—
রোস্তমও না জানিল স্বীয় ক্ষতি তথা,
মুমূর্ষু পুত্রের, হায়, অতি সন্নিধানে
রহিল দাঁড়ায়ে কিন্তু না চিনিল তারে,
পরন্তু প্রত্যয়-হীন নিষ্প্রণয় স্বরে
কহিল রোস্তম তারে :—'কি এক তোমার
"পিতা ও প্রতিহিংসার" অপূর্ব্ব প্রলাপ!
বলী রোস্তমের কভু না ছিল তনয়'!

সো'রাব নিস্তেজ কণ্ঠে করিল উত্তর :—
'আ হাঁ, ছিল! আমি সেই অজ্ঞাত তনয়।
নিশ্চয় বৃত্তান্ত এই হবে উপনীত,
জেনো, একদিন তার শ্রবণ-গোচরে,
হবে উপনীত সেথা রোস্তম-সকাশে,
যেথা সে সুদীর্ঘকাল রয়েছে বসিয়া,
কোথাও, না জানি কোথা, কিন্তু বহুদূরে ;
আর শস্ত্রাঘাত-প্রায় ভেদিবে তাহারে,
অমনি সে উঠি' লম্ফে লইবে অস্ত্রাদি,

প্রতিহিংসা-ভরে তব ছাড়িবে হুঙ্কার।
ভীষণ মানব! তুমি ভাবহ অন্তরে
একমাত্র পুত্র-তরে কিরূপ সে শোক,
আর সেই প্রতিহিংসা হবে বা কিরূপ!
হায় যদি বাঁচিতাম সেই দিনাবধি
দেখিতাম তবে তার সেই পুত্রশোক!
তথাপি তাহার তরে নাহি তত ব্যথা,
যত হায়, তার তরে যে মোর জননী—
র'য়েছে সে রাজগৃহে আজারবাজনে—
যে দেশের বৃদ্ধরাজ তাহার জনক,
সাহসী কূর্দ্দের নেতা, বার্দ্ধক-পলিত।
বেশী ব্যথা তারি তরে, কারণ সে আর
না পাবে দেখিতে তার সো'রাবে ফিরিতে
তাতার শিবির হ'তে, যুদ্ধের বিরামে,
লুণ্ঠিত সামগ্রী আর মর্য্যাদার সহ।
কিন্তু গূঢ় জনরব, জাতি-পরম্পরা,
প্রচারিত হয়ে তার পশিবে শ্রবণে,
তখন জানিবে সেই নিরাশ্রয়া নারী,
সো'রাব তাহার দৃষ্টি আর না তুষিবে;
যুদ্ধে কোন নামহীন অরাতি-কর্তৃক

সুদূর অক্ষের তীরে হ'য়েছে সে হত '।
এতেক কহিয়া উচ্চে উঠিল কাঁদিয়া
চিন্তি মাতৃদশা, আর আপন মরণ।
কহিল সো'রাব ; কিন্তু শুনিল রোস্তম,
চিন্তা-নিমগন। তবু হয়নি বিশ্বাস—
তাহারি তনয় এযে কহিল বচন—
যদিও সে রোস্তমের স্মৃতি-পথে পুনঃ
দিল আনি সেই সব পরিচিত নাম ;
কারণ সে পেয়েছিল নিশ্চিত বারতা—
আজারবাজনে তার সেই জাত-শিশু,
নহে ত বালক, কিন্তু অবলা বালিকা—
এরূপে বারতা সেই বিষণ্ণা জননী
দিয়াছিল রোস্তমেরে, ভয় করি মনে,
যদি সে লইয়া যায় সঙ্গে করি তার
বালকেরে অস্ত্রবিদ্যা শিখাবার তরে ;
এহেতু রোস্তম এই ভেবেছিল মনে,
হয়ত সো'রাব মিথ্যা আত্মশ্লাঘা-তরে
রোস্তম-তনয়-নাম করেছে ধারণ,
কিম্বা লোকে দেছে তারে যশ বাড়াইতে।
এরূপ সে ভেবেছিল, তথাপি শুনিল,

চিন্তা নিমগন ; হৃদি বিষাদে নিহিত,
সমুজ্জ্বল উদ্বেলিত সাগরের বেলা
পূর্ণিমায় তীরভূমে যেমতি নিহিত ;
নয়ন ভরিল জলে করিয়া স্মরণ
নব যৌবনের সেই উদ্দাম উল্লাস ;
যেমতি প্রভাতে কোন মেষ-পালয়িতা
শৈল-বাসস্থান হ'তে হেরে বহুদূরে,
বিচরণ-শীল মেঘমালার অন্তরে,
স্নপিত সূরয-করে নগর উজ্জ্বল ;—
তেমতি রোস্তম স্বীয় হেরিল যৌবনে ;
হেরিল সো'রাব-মাতা, পূর্ণ বিকসিতা,
আর তার জনকেরে—সেই বৃদ্ধরাজে,
যে জন বাসিত ভাল অতিশয় তার
পর্য্যটক অতিথিরে *, দিয়াছিল তারে
সুন্দর কন্যাটি স্বীয় সানন্দ অন্তরে ;

* একদা রোস্তম তাঁহার নিরুদ্দেশ অশ্বের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া আজারবাজন-রাজগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বৃদ্ধরাজ তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যা তামিনার বিবাহ দেন। সেই বিবাহের ফলে সোহ্‌রাবের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের কিয়দ্দিন পূর্ব্বেই রোস্তম স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আর সেই সমুদায় সুখের জীবন,
ক'রেছিল ভোগ তারা—তারা তিন জনে,
দীর্ঘ-দূরবর্ত্তী সেই নিদাঘ-সময়ে—
প্রাসাদ, নীহার-বন, মৃগয়া, কুক্কুর,
স্নিগ্ধ শৈলমালা'পরে ঊষার সুষমা,
আজারবাজন দেশে। আরও, রোস্তম
হেরিল—যুবক সেই বয়সে আকারে
সুনিশ্চিত আপনার প্রিয় পুত্র বটে,
শোচনীয়, সুললিত, শয়িত সৈকতে,
যেন কোন কমনীয় গুল্ম "হায়াসিন্থ্"+—
হ'য়েছে কর্ত্তিত হায় কর্ত্তনী-চালনে,
যবে কোন অনিপুণ উদ্যান-পালক,
কর্ত্তন করিতেছিল তৃণময় ভূমি,
আধার-বন্ধের পাশে উদ্যান-ভিতরে—
ছিন্ন শুষ্ক তৃণ'পরে র'য়েছে পতিত,
গন্ধবান্ স্তম্ভ যেন ধূম্র-পুষ্পময় ;—
সো'রাব পতিত তথা, মরণে উজ্জ্বল,
সামান্য সিকতা'পরে। বিষাদে রোস্তম

+ রজনীগন্ধাকৃতি নানাবর্ণ (বিশেষতঃ লোহিতাভনীল) সুগন্ধি পুষ্পপ্রদ কন্দজ গুল্মশ্রেণী-বিশেষ।

অনিমেষ চাহি' তারে কহিল বচন :—
'সোহ্‌রাব! সত্য তুমি এমনি সন্তান,
যাহারে রোস্তম ভাল পারিত বাসিতে
সমধিক, যদি তুমি হইতে তাহার!
তথাপি সো'রাব! হেথা করিতেছ ভ্রম,
কিম্বা লোকে মিথ্যা বাণী কহিয়াছে তোমা ;—
নহ পুত্র রোস্তমের। কারণ তাহার
নাহি ছিল পুত্র কোন : ছিল এক শিশু—
কিন্তু এক—বালিকা সে ; আর সে এখন
আগ্রহে করিছে কোন, মাতৃসঙ্গে তার,
নারীর সহজ কর্ম্ম, ভাবেনা স্বপনে
মো'সবারে—মো'সবারে স্বপনে ভাবেনা,
ভাবেনা অস্ত্রের ক্ষত, অথবা সংগ্রামে'।
সো'রাব উত্তর কিন্তু দিল ক্রোধ-ভরে ;
কারণ এক্ষণে তাঁর গভীর-নিখাত
বরষার তীব্র জ্বালা জাত তীব্রতর,
চাহিল, উত্তোলি সেই আয়স ফলকে
নিঃসারি শোণিত মুক্ত, লভিতে মরণ ;
কিন্তু অগ্রে স্বীয় বাক্যে অনম্য শত্রুরে
করিবারে প্রত্যয়িত, একবাহু'পরে

উঠি দৃঢ়ভাবে তারে কহিল বচন :
'মানব ! কে তুমি যে না করহ প্রত্যয়
বচনে আমার ? জান, সত্য বসি রয়
ওষ্ঠ'পরে মুমূর্ষুর, জীবনে আমার
মিথ্যা ছিল বহুদূরে মম পার্শ্ব হতে।
শুন বলি, এই ভুজে করেছি ধারণ
মুদ্রার বেধন-চিহ্ন—যে মুদ্রা রোস্তম
দিয়াছিল জননীরে করিতে অঙ্কিত
ভবিষ্যৎ-শিশুগাত্রে বিদ্ধ করি উহা'।
কহিল সো'রাব : আর সমস্ত রুধির
তেয়াগিল রোস্তমের কপোল-প্রদেশ ;
আকম্পিল জানুদ্বয়, আঘাতিল কর
বক্ষ'পরে—গুরুবর্ম্ম-পরিহিত কর,
দৃঢ়ায়স বক্ষস্ত্রাণ ঝনিল ভীষণ :
হৃদয় অপর করে করি নিপীড়ন,
ভগ্ন-নিমগন স্বরে কহিল বচন :—
'সো'রাব ! সেইত সাক্ষ্য, মিথ্যা নাহি কয়।
যদ্যপি দেখাও, তুমি রোস্তম-সন্তান'।
তখন দুর্ব্বল-দ্রুত অঙ্গুলি-চালনে
কটিবন্ধ শিথীলিত করিল সো'রাব,

স্কন্ধপাশে ভুজ তার করি অনাবৃত,
দেখাইল চিহ্ন এক বিদ্ধ, সেই স্থানে,
সিন্দূরের অনুজ্জ্বল বিন্দুজাল'পরে :
যথা সুচতুর শিল্পী, পিকিন্ নগরে,
সিন্দুর করয়ে বিদ্ধ, অতি নিরমল
চীনপাত্রে, সম্রাটের উপহার-তরে—
প্রত্যুষে আরম্ভ করি সারা দিনমান
করয়ে অঙ্কন, পুনঃ, নিশার আগমে
দীপ আলোকিত করে ধ্যান-পরায়ণ
ললাট-প্রদেশ, আর লঘু হস্ত তার :—
সেইরূপ লঘুবিদ্ধ চিহ্ন দৃশ্যমান
সো'রাবের ভুজে, চিহ্ন রোস্তম-মুদ্রার।
ইহা সেই পক্ষবান্ দানব-মূরতি,
যতনে লালিত যেই ক'রেছিল পুরা
রোস্তমের জনকেরে-সুমহান যালে—
যবে ত্যক্ত শিশুকালে, মরণ-কারণে,
নিঃসহায়, পর্ব্বতের শিলারাশি-মাঝে।
সদয় দানব সেই দেখি শিশুটিরে
ভালবেসে ক'রেছিল লালিত উহারে—
তখন রোস্তম মনে করিল প্রত্যয়,

তারি শ্লাঘা চিহ্ন বটে। তখন সো'রাব
করি অনাবৃত সেই ভূজের মূরতি
নিরখিল বহুক্ষণ বিষাদ-নয়নে,
পশ্চাৎ পরশি' করে কহিল বচন :—
'কি বলিতে চাও এবে ? রোস্তম-পুত্রের
এই কি যথার্থ চিহ্ন, অথবা অন্যের ?'
কহিল সো'রাব :—কিন্তু রোস্তম তেমনি
নিরখিল স্থির নেত্রে, নিরখিল শুধু
সো'রাবের পানে, আর রহিল নির্ব্বাক্ ;
পশ্চাৎ ছাড়িল এক তীব্র চীৎকার—
হে পুত্র—তোমার পিতা ! তূর্ণ রুদ্ধ স্বর।
অমনি তামস মেঘ নয়ন-সম্মুখে
বহি গেল দ্রুতগতি, ঘুরিল মস্তক,
পড়িল ধরণী'পরে। তখন সো'রাব
চলিল, রোস্তম যেথা, বক্ষে দিয়া ভর,
সমর্পিল দুটি বাহু কণ্ঠ'পরে তার,
চুম্বন করিল ওষ্ঠ, বুলাইল স্নেহে
কপোলে স্খলন-পটু অঙ্গুলি-নিচয়,
সচেষ্ট তাহারে পুনঃ করিতে জীবিত ;
জীবন আসিল ফিরি, মেলিল নয়ন,

সরিয়া দাঁড়া'ল দূরে সভয়ে সৈনিক ;
চতুঃপার্শ্বে ধূলিরাশি দুই হাতে ধরি
নিক্ষেপিল শিরে, কেশ করিল ধূসর,
কেশ, মুখ, শ্মশ্রু আর অস্ত্র দীপ্তিমৎ ;
প্রবল আক্ষেপ-ময় মুহুঃ মর্ম্মনাদ
কম্পিত করিল বক্ষঃ, ঘন দীর্ঘশ্বাস
স্তম্ভিত করিল তারে ; ধরিল মুষ্টিতে
অসি, করি নিষ্কাসিত করিবে জীবনে
বহিষ্কৃত চিরতরে। কিন্তু সোহ্‌রাব
নিরখি সঙ্কল্প তার, ধরি দুটি হাত
সান্ত্বনা-মধুর স্বরে কহিল বচন :—
'পিতঃ, ওগো ক্ষান্ত হও : অদ্য আমি শুধু
করি গো সাক্ষাৎ সেই অদৃষ্টের লিপি
লিখিত স্বরগে যাহা জন্মদিনে মোর,
তুমিই অজ্ঞাত হস্ত, জেনো, স্বরগের।
যথার্থ অন্তর মম ক'য়েছিল ডেকে—
''তুমিই সে জন"—যবে দেখিনু প্রথমে,
তোমারো অন্তর তাই ক'য়েছিল, জানি :
অদৃষ্ট ক'রেছে কিন্তু সে সব ইঙ্গিত
লোহ-পার্ষ্ণি-বিদলিত ; অদৃষ্ট, অদৃষ্ট

যুদ্ধ আয়োজন করি ক'রেছে নিক্ষেপ
মোরে পিতৃ-বর্ষা'পরে। সে সব কথায়
আর নাহি প্রয়োজন; পেয়েছি পিতারে;
অনুভূতি হ'ক মোর "আমি যে পেয়েছি।"
এস, ব'স পাশে এই সিকতা উপরে,
তুলি ধর মম শির দুই হস্ত মাঝে,
কপোলে চুম্বন কর, ধৌত কর তারে
অশ্রুজলে, বল পিতঃ, "পুত্ররে আমার!'
শীঘ্র! শীঘ্র! বিগণিত জীবন-সিকতা*
দ্রুত; ক্ষণপ্রভা হেন এসেছি এ ভূমে,
আর সদাগতি-প্রায় যাই গো চলিয়া—
সহসা, সত্বর, বায়ু-প্রবাহের প্রায়।
কিন্তু এই স্বর্গলিপি, ভবিতব্য ইহা।'
কহিল সে এইরূপ: কণ্ঠস্বর তার
উন্মুক্ত করিল রুদ্ধ রোস্তম-হৃদয়,
বাহিরিল অশ্রু বেগে; দুটি বাহু তার
অর্পিল সো'রাব-কণ্ঠে বেষ্টন করিয়া,

---

* প্রাচীনকালে ইউরোপে সিকতাপূর্ণ কাচযন্ত্র হইতে সিকতার নির্গমন দ্বারা সময় নিরূপিত হইত বলিয়া, সিকতা-শব্দ 'মুহূর্ত্ত' (এই লাক্ষণিক) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

রোদন করিল উচ্চে, করিল চুম্বন।
ভীতি নিপতিত তদা সৈন্যদ্বয়-মাঝে,
যখন হেরিল তারা রোস্তমের শোক :
আর সেই অশ্ব রুক্ষ, ভূমি-নত শিরে
কেশর-কলাপে ধূলি করিয়া মার্জ্জিত,
তাদের সমীপে আসি ভাষাহীন শোকে,
প্রথমে একের কাছে, পরেতে অন্যের,
দোলিত করিল শির, যেন সে জিজ্ঞাসে
তাহাদের শোক-মর্ম্ম কিবা হ'তে পারে ;
সুনীল করুণাপূর্ণ নেত্র হ'তে তার,
উষ্ণ স্থূল অশ্রুবিন্দু হ'ল বিগলিত,
সিকতা হইল পিণ্ড। কিন্তু রুক্ষস্বরে
তিরস্কার করি তারে কহিল রোস্তম :—

'ও রুক্ষ! এখন দুঃখ করিতেছ তুমি ;
কিন্তু রুক্ষ, হ'ত তবে কর্ত্তব্য-পালন,
যদ্যপি তোমার পদ হইত তখন
লঘুগতি-সন্ধিপর্ব্বে পূতিব্রণময়,
যখন প্রথমে তারা তোমার প্রভুরে
বহন করিয়াছিল এক্ষেত্র-মাঝারে।'

অশ্বপানে চাহি কিন্তু কহিল সো'রাব :—

'তবে কি এই সে রুক্ষ ? অতীত দিবসে
সদা সর্ব্বক্ষণ মোরে কহিত জননী,
হে অশ্ব সাহসি-মুখ্য, তোমার কাহিনী !
ভীষণ পিতার তুমি ভীষণ বাহন ;
আরও কহিত মাতা, আমি একদিন
পাইব দেখিতে তোমা', তোমার প্রভুরে।
এস, রাখি হস্ত মোর তোমার কেশরে।
ও রুক্ষ ! আমার চেয়ে তুমি ভাগ্যবান্ ;
কারণ গিয়াছ যেথা কভু না যাইব,
ক'রেছ আঘ্রাণ বায়ু পিতার ভবনে।
সীস্তান-সৈকত তুমি ক'রেছ প্রহত,
দেখেছ হেল্মন্দ্ নদ, আর যিরা হ্রদ ;
স্বয়ং সে বৃদ্ধ যাল্ বুলায়েছে হাত
তব গলে কতবার, দিয়াছে আহার,
মদ্যসিক্ত শস্যচয় সুবর্ণ আধারে,
কহিয়াছে—"ওহে রুক্ষ ! রোস্তমে আমার
ব'য়ে যেও সযতনে !"—কিন্তু আমি কভু
দেখি নাই বলিমৎ-পিতামহ-মুখ,
কিম্বা সিইস্তানে তার উন্নত প্রাসাদ,
কিম্বা কভু করি নাই তৃষা প্রশমিত

হেল্মন্দ্‌ নদের সেই নিরমল স্রোতে :
ক'রেছি বসতি কিন্তু পিতৃবৈরি-মাঝে,
দেখেছি কেবল আফ্রাসিয়াব-নগর,
বোখারা, সমর্‌কণ্ড্‌, জনহীন খীভা
মরুদেশে, কৃষ্ণ তুর্কমানের শিবির ;
কেবল ক'রেছি পান মরু-স্রোতস্বতী,
মুর্গাভ্‌, তেজেন্দ্‌, কোহি (ক্‌), উত্তরস্থ শীর্‌
যেখানে চরায় মেষ কালমূকগণ ;
আর এই পীত অক্ষ—মহা অক্ষনদ,
যার তটভূমে অদ্য মরিতেছি আমি।'

গভীর অস্ফুট নাদে কহিল রোস্তম :—
'হা, অই তরঙ্গ যদি করিত প্লাবিত !
ওহো, যদি দেখিতাম, পীতবালু-কণা
বহিছে গড়া'য়ে স্রোতে মম শিরোপরে !'

কিন্তু ধীর নম্র স্বরে কহিল সো'রাব :—
'এ বাঞ্ছা ক'রনা মনে, জনক আমার ;
অবশ্য জীবিত রবে। কারণ কেহ বা
লভেছে জনম, কার্য্য করিতে মহৎ,
এবং জীবিত রবে, তেমনি কেহ বা
লভেছে জনম শুধু রহিতে অজ্ঞাত,

এবং মরিয়া যাবে। কর কার্য্য সেই
করিতে নারিনু যাহা অকাল-মরণে,
দ্বিতীয় গৌরব ভুঞ্জ এ তব বয়সে।
তব লাভে মম লাভ, তুমি মম পিতা।
কিন্তু শুন : দেখিতেছ মম অনুগামী
এই যে মহতী চমূ; করি গো প্রার্থনা
ব'ধ না এসব জীবে : তাহাদের তরে
এই মম অনুনয় : কি ক'রেছে তারা?
অনুগামী তারা মম—তারা অনুগামী
মম আশা, মম কীর্ত্তি, মম তীরকার।
শান্তিতে হউক তারা অক্ষনদ পার।
কিন্তু গো অবশ্য মোরে লয়ে যেও তুমি
হেথা হ'তে, পাঠা'ওনা তাদের সঙ্গেতে,
কিন্তু ব'য়ে লয়ে যেও মোরে সিইস্তানে,
শয্যায় স্থাপন করি, করিও বিলাপ
তুমি, হিমকেশ যাল, তব বন্ধুগণ।
অবশ্য রাখিও মোরে করিয়া শয়ান
অতি মনোরম সেই মৃত্তিকা-মাঝারে,
রচিও মহৎ স্তূপ মম অস্থি'পরে,
সর্ব্বোপরি স্তম্ভ এক দূর-দৃশ্যমান

ক'র প্রতিষ্ঠিত, যেন সেই মরুদেশে
যাত্রী কোন অশ্বারোহী আমার সমাধি
নেহারি সুদূর হ'তে পারয়ে কহিতে—
শক্তিমান্ রোস্তমের পুত্র সোহ্‌রাব
শয়িত ওখানে, যারে অজ্ঞানতা-হেতু
মহান্ জনক তার ক'রেছে নিহত—
যেন গো কবরে আমি না হই বিস্মৃত।'
রোস্তম উত্তর দিল শোকাকুল স্বরে :—
'আশঙ্কা ক'রনা পুত্র সো'রাব আমার,
যেমন কহিলে তুমি হইবে তেমন :
কারণ করিব দগ্ধ মম পট্টাবাস,
ত্যজিব সৈনিক-বৃন্দ, লয়ে যাব তোমা'
সঙ্গে করি হেথা হ'তে, বহিব তোমারে
সিইস্তানে, শয্যা'পরে রাখিয়া তোমারে
বিলাপ করিব বহু, পুত্র, তব তরে,
তুষার-মস্তক যাল, বান্ধবের সহ।
শায়িত করিব সেই রম্যভূমি-মাঝে,
রচিব মহৎ স্তূপ তব অস্থি'পরে,
সর্ব্বোপরি স্তম্ভ এক দূর-দৃশ্যমান

করিব স্থাপন : লোকে ভুলিবে না কভু
তোমারে কবর-মাঝে। ছাড়ি দিব তব
সৈন্যদলে : সত্য তারা যাইবে চলিয়া ;
পার হ'বে অক্ষনদ সবে শান্তি সহ।
কি লাভ হইবে মোর বধি' অতঃপর ?
বরঞ্চ হইত ভাল, যদাপি সকলে,
যাদেরে করেছি হত এযাবৎ আমি,
পারিত জীবিত হ'তে আর একবার ;
আমার পরম শত্রু, আছিল যাহারা
মল্লনামে অভিহিত তা'দের সময়ে,
যা'দের মরণে মোর যশের সঞ্চয় ;
আর যদি রহিতাম সামান্য মানব,
দরিদ্র অধম সৈন্য অতি যশোহীন ;
যদি তাহে তুমি মোর পারিতে বাঁচিতে,
পুত্র মম, পুত্র মোর ! কিম্বা হ'ত ভাল,
যদি আমি এমন কি স্বয়ং এ আমি,
হ'তাম শায়িত এই শোণিত-সৈকতে,
মৃত্যুর সমীপে, তব অজ্ঞান আঘাতে,
তুমি না হইতে মম— ; মরিতাম আমি,
নহ তুমি ; আর আমি হ'তাম বাহিত

সিইস্তানে, নহ তুমি; করিত ক্রন্দন
আমার কবরে যাল, কিন্তু না তোমার;
আর সে কহিত যদি—পুত্র, তব তরে
তেমন করুণ কণ্ঠে না করি ক্রন্দন,
কারণ স্বেচ্ছায় তুমি, জানি ভাল মতে,
ক'রেছ সাক্ষাৎ তব মরণের সহ।—
শোণিত-সমরে ছিল আমার যৌবন,
শোণিত-সমর-ময় বয়স আমার,
শোণিত-জীবন কভু না করিব শেষ!'

সো'রাব আসন্ন-মৃত্যু করিল উত্তর:—
শোণিত-জীবন সত্য ভীষণ মানব!
কিন্তু তবু শান্তি পাবে; এবে না কেবল;
এখনো না: কিন্তু পাবে শান্তি সেই দিনে,
উন্নত-মাস্তুল পোতে আরোহি' যখন,
তুমি ও অপর সভ্য কায়খসরুর,
ভবনের অভিমুখে ফিরিবে সকলে
লবণ-নীলিম-ময় অম্বুরাশি-পথে,
কবরে শায়িত করি প্রিয় প্রভু তব।'

সো'রাবের মুখ চাহি কহিল রোস্তম:—

'আসুক সে দিন শীঘ্র, হে পুত্র আমার,
গভীর সে অম্বুরাশি ! ততদিন আমি,
নিয়তির বাঞ্ছা যদি, রহিব সহিয়া।'
কহিল রোস্তম : আর সো'রাব তখন
হাসিল প্রসাদ-হাসি মুখপানে চাহি,
টানিয়া ফেলিল বর্ষা দেহপার্শ্ব হ'তে,
ক্ষতের দারুণ ব্যথা করিল শমিত :
কিন্তু মুক্ত ক্ষত-পথে রক্ত উৎসারিত,
জীবন ভাসিল স্রোতে : প্রধাবিল নীচে
শীত-পাণ্ডু পার্শ্ব হ'তে পাটল প্রবাহ,
ক্রমে ক্রমে অনুজ্জ্বল, ক্রমশঃ পঙ্কিল,
যেন শ্বেত 'ভা'ওলেট' † -পুষ্প-দল-চয়
স্ব-রস-পঙ্কিল, যবে সেই পুষ্পরাশি,
সদ্যঃ অবচিত, স্বীয় জন্মভূমি-তটে, *
ক্রীড়াশীল শিশুগণ ফেলি যায় চলি,
যবে ডাকে ধাত্রীগণ, বেলা দ্বিপ্রহরে,
উষ্ণক্ষেত্র-মাঝ হ'তে ফিরিয়া আসিতে :

† লতা-বিশেষ—ইহার পুষ্প শ্বেত, পীত, সাধারণতঃ লোহিত-নীলাভ, এবং সুগন্ধি।

* যে তটে 'ভা'ওলেট' লতাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে।

ঢলিয়া পড়িল শির, প্রত্যঙ্গ শিথিল,
নিস্পন্দ পাণ্ডুর সেই রহিল শয়ান—
পাণ্ডুর, মুদিত আঁখি ; কেবল যখন
দীর্ঘশ্বাস—ঘনদীর্ঘ,—বহি সকম্পন
সর্ব্ব অঙ্গ-মাঝে, তারে করিল কম্পিত
সঞ্চারি' জীবন পুনঃ, মেলিল নয়ন,
স্থাপিল শিথিল-ভাবে পিতার বদনে :
ততক্ষণ, যবে ধীরে সব শক্তি তার
হ'ল বিনিঃসৃত, আর অবয়ব হ'তে
অনিচ্ছায় আত্মা তার পলাইল দূরে,
তেয়াগি' সখেদে সেই উষ্ণ নিকেতন,
যৌবন, সৌন্দর্য্য' এই সুরম্য সংসার।
এরূপে সো'রাব সেই শোণিত-সৈকতে
শয়িত রহিল মৃত ; মহান্ রোস্তম
অশ্বারোহি-বহির্ব্বাসে ঢাকি' মুখখানি
বসিল তাহার মৃত তনয়ের পাশে।
জেম্‌শিদ্‌ বাদ্‌শা'র যথা পার্‌সিপলিসে
একদা দণ্ডায়মান স্তম্ভ-সমুদায়,
স্ফটিক প্রস্তরময়, কৃষ্ণ, সমুজ্জ্বল,
ধরি' তুঙ্গ শিরোপরে রাজ-নিকেতন,

পতিত আনত এবে, অতীব বিশাল,
ভগন-সোপান-মাঝে, গিরিপার্শ্ব-নীচে,—
সৈকতে রোস্তম তথা স্বীয় পুত্র-পাশে।
ক্রমে অবতীর্ণ নিশা স্তব্ধ মরুভূমে,
বিস্ময়-মেলিত-নেত্র সৈন্যদ্বয়-মাঝে,
আর সেই সঙ্গিহীন যুগল উপরে,
তমসা ছাইল সবে; নিশা সহ ধীরে
আইল কুহেলী শীত, অক্ষনদ হতে।
সহসা উঠিল তদা কলকল ধ্বনি,
মহাসভা-ভঙ্গে যথা উঠে কলরব,
স্থানে স্থানে অগ্নিশিখা করি ঝিক্‌মিক্‌
লাগিল জ্বলিতে সেথা কুহেলী-ভিতরে:
কারণ এক্ষণে সেই উভয় বাহিনী
ফিরিয়া শিবিরে সবে বসিল আহারে:
পারসী দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত সৈকতে;
তাতার-নিবাসী সেই অক্ষনদ তীরে:
রোস্তম, রোস্তম-পুত্র পরিত্যক্ত একা।
কিন্তু সে উদার নদ চলিল বহিয়া
নিম্নভূমি-কোলাহল-কুহেলী-বাহিরে:,
গেল বহি' হিমশুভ্র তারার আলোকে,

মহানন্দে হেসে হেসে লাগিল চলিতে,
নিস্তব্ধ কোরাস্মি-মরুদেশ-মধ্য দিয়া,
নিভৃত চন্দ্রমা তলে : চলিল বহিয়া,
লক্ষ্য করি ধ্রুব-জ্যোতি, অর্‌গঞ্জ-পারে,
পূর্ণকূল, সমুজ্জ্বল, অতি পরিসর :
পশ্চাৎ, সিকতারাশি লাগিল রোধিতে
জলগতি, স্রোতে সেতু করিল বন্ধন,
ভেদিল প্রবাহে তার ; বহুল যোজন
বিশীর্ণ বিভক্ত অক্ষ চলি গেল মৃদু,
সিকতা-ভিতরে পশি কভু ক্রতধার,
কভু তৃণ-বিজড়িত দ্বীপবক্ষ দিয়া—
অক্ষনদ, ভুলি তার সেই দীপ্তবেগ,
উন্নত পামীর শৈলে ছিল যা' শৈশবে,
স্খলিত-কুটিল-গতি এবে পর্যাটক :—
অবশেষে দূর হ'তে পশিল শ্রবণে
চির আকাঙ্ক্ষিত তার কল্লোলের তাল,
ভাতিল সম্মুখে দীপ্ত জল-নিকেতন,
উদার, উজ্জ্বল, শান্ত,—তল হ'তে যার
সদ্যঃস্নাত তারারাজি হয়ে সমুদিত,
আরাল সাগর'পরে হ'ল বিভাসিত।